মধ্য-লীলা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্ নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্‌গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আত্মানঞ্চ তেষাং স্থিরচরাণাং আলোকাৎ নন্দয়ন্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যলীলার এই অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণ, শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার, নন্দীশ্বরে নন্দযশোদা-সমন্বিত শ্রীমূর্ত্তির আবিষ্কার, গোপালদর্শন, বৃন্দাবন হইতে পুনরায় প্রয়াগে গমন, প্রয়াগের পথে ম্লেচ্ছপাঠানগণের প্রতি প্রভুর কৃপা প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** গৌরাঙ্গঃ (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর) স্বাবলোকনৈঃ (স্বীয়দর্শনদানে) বৃন্দাবনে (শ্রীবৃন্দাবনে) স্থিরচরান্ (স্থাবরজঙ্গমাদিকে) নন্দয়ন্ (আনন্দিত করিয়া) তদালোকাৎ চ (এবং তাহাদের দর্শনে—স্বয়ং সেই স্থাবরজঙ্গমাদিকে দর্শন করিয়া) আত্মানং (নিজেকে) [আনন্দয়ন্] (আনন্দিত করিয়া) পরিতঃ (ইতস্ততঃ) অভ্রমৎ (ভ্রমণ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজের দর্শন-দানে স্থাবর-জঙ্গমদিগকে আনন্দিত করিয়া এবং স্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমদিগের দর্শনে আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

২। **এইমত**—পূর্ব্বপরিচ্ছেদের ২১০ পয়ারের বর্ণনানুরূপ ভাবে, প্রেমাবেশে। **বাহ্য হইল**—প্রভুর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল, আবেশ সম্পূর্ণরূপে ছুটিয়া গেল।

আরিট্‌গ্রাম—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; এজন্য ইহার নাম অরিষ্ট-গ্রাম বা আরিট্-গ্রাম। কথিত আছে, অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিতে আসিলে, শ্রীরাধাও কৌতুক করিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"অরিষ্ট অসুর হইলেও সে যখন বৃষের রূপ ধারণ করিয়াছে, তখন তাহাকে বধ করায় তোমার গোবধ হইয়াছে। তুমি যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতে পার, তবে তোমার এই দোষ যাইবে, তবেই তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে।" একথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণও সুমধুর হাস্যে বলিলেন—"আচ্ছা, এইখানেই সমস্ত তীর্থ আনয়ন করিয়া আমি স্নান করিব।" এই বলিয়া কৌতুকে ভূমিতে পদাঘাত করা মাত্রই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে সে স্থানে একটি কুণ্ড হইল এবং ঐ কুণ্ড তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতীর্থজলে পরিপূর্ণ হইল; তীর্থগণ নিজ নিজ পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ও সখীগণের সাক্ষাতেই ঐ কুণ্ডে সর্ব্বতীর্থ-জলে স্নান করিলেন। এই কুণ্ডটীকে অরিষ্টকুণ্ডও বলে, শ্যামকুণ্ডও বলে।

আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহো নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥ ৩
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান॥ ৪
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন—॥ ৫
সবগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়—প্রিয়ার সরসী॥ ৬

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫)
পদ্মপুরাণবচনম্—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ২॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে,—তীরে রাসরঙ্গে॥ ৭
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা-সম-প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপে কুণ্ডের উৎপত্তি হইতে দেখিয়া এবং কুণ্ডসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্ভ-বচন শুনিয়া সখীগণ সহ শ্রীরাধাও ঐ কুণ্ডের নিকটে পশ্চিম দিকে কৌতুকে আর একটি কুণ্ড খনন করিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যশক্তির প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই একটী সুন্দর কুণ্ড খনিত হইল। সর্ব্বতীর্থময়ী মানসী-গঙ্গার জল আনিয়া সখীগণ এই কুণ্ড পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুণ্ডস্থিত তীর্থ সকলকে আদেশ করা মাত্রই তাহারা শ্যামকুণ্ড হইতে রাধিকার কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া কুণ্ডটীকে সুন্দর রূপে পরিপূর্ণ করিল এবং রাধিকার স্তুতি করিতে লাগিল। এই কুণ্ডটীকে শ্রীরাধাকুণ্ড বা শ্রীকুণ্ড বলে। দুইটী কুণ্ডই পাশাপাশি ভাবে আরিট-গ্রামে অবস্থিত (ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ)।

৩। **আরিটে**—আরিটগ্রামে। **রাধাকুণ্ডবার্ত্তা**—রাধাকুণ্ডের কথা। শ্রীরাধাকুণ্ড বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তত্রত্য লোকও সেই কুণ্ডের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল; কোন্ স্থানে কুণ্ড ছিল তাহাও কেহ জানিতনা, প্রভুর সঙ্গের মাথুর-ব্রাহ্মণও জানিতেন না। **সঙ্গের ব্রাহ্মণ**—প্রভুর সঙ্গের মাথুর-ব্রাহ্মণ।

৪। **তীর্থলুপ্ত**—কুণ্ডের চিহ্ন লোপ পাইয়াছে জানিয়া। **সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্**—মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বলিয়াই জানিতে পারিলেন, যে স্থানে দুইটী ধান্য-ক্ষেত্র আছে, সেস্থানেই কুণ্ড-দুইটি ছিল। এজন্য তিনি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড জ্ঞানে ঐ দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে স্নান করিলেন। "প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ গুপ্ত তীর্থ নিরখয়। দুই ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়॥"—ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ।

৫। **বিস্ময়**—এই সন্ন্যাসী ধানক্ষেতে স্নান করে কেন, ইহা ভাবিয়া তাহারা বিস্মিত হইল।

৬। **সরসী** সরোবর; কুণ্ড। **প্রিয়ার সরসী** প্রেয়সী শ্রীরাধার সরোবর।

প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার সরোবর বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭। এই শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণ সখীগণসহ শ্রীরাধার সহিত জলকেলি করেন এবং এই কুণ্ডের তীরে নিত্যই তাঁহাদের সঙ্গে রাসক্রীড়া করেন।

৮। **রাধাসম প্রেম**—যিনি একবারমাত্র এই শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রীরাধার সমান প্রেম দান করেন, এতই এই কুণ্ডের মহিমা। এস্থলে "রাধাসমপ্রেম" বলিতে কি বুঝায়, ইহা বিবেচনার বিষয়। দুইটী জিনিস সমান বলিলে—পরিমাণে সমান এবং জাতিতে সমান দুইই বুঝাইতে পারে। দুইটী কাষ্ঠখণ্ডের সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, দুইটী কাঠই সমান, তখন বুঝা যায় যে, কাঠের টুক্‌রা-দুইটী সমান লম্বা, সমান চওড়া; অথবা ইহাও বুঝা যায় যে, কাঠের টুকরা দুইটী এক জাতীয়, দুইটীই সেগুন, বা দুইটীই কাঁঠাল। অথবা, ইহাও বুঝাইতে পারে যে, কাঠ-দুইটী লম্বায় চওড়ায়ও সমান, জাতিতেও সমান। শ্রীকুণ্ডে স্নানের ফলে যে প্রেম পাওয়া যায়, তাহা শ্রীরাধার প্রেমের সমান বলা হইল। কিরূপে সমান? পরিমাণে সমান, না জাতিতে সমান, না কি উভয়রূপেই সমান?

কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা ।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥ ৯

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০২)—
শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ—
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরেঃ শ্রীরাধা ইব তদীয় সরসী রাধাসরসী প্রেষ্ঠা। যস্যাং সরস্যাং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ অনিশং প্রত্যহং তয়া রাধয়া সহ প্রেম্না ক্রীড়তি। যস্যাং সরস্যাং সকৃৎ একবারমপি স্নানকৃজ্জনঃ তস্মিন্ কৃষ্ণে রাধিকেব প্রেম লভতে। তত্তস্মাত্তস্যা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীরাধার যে পরিমাণ প্রেম আছে, স্নানকর্ত্তাও কি সেই পরিমাণ প্রেম পান ? না কি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীরাধার যে জাতীয়—স্বসুখবাসনা-গন্ধহীন, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়—প্রেম আছে, স্নানকর্ত্তাও সেই জাতীয় স্বসুখবাসনা-গন্ধহীন, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় এবং কান্তাভাবময় প্রেম পান ? না কি উভয় রূপে তুল্য প্রেমই পাইয়া থাকেন ?

প্রথমতঃ, সমপরিমাণ প্রেমের কথা বিবেচনা করা যাউক। ব্রজদেবীগণের প্রেম বৃদ্ধি পাইতে পাইতে মহাভাব পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই মহাভাব শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী-সকলের পক্ষেও অতি দুর্লভ, ইহা কেবল মাত্র ব্রজদেবী-সকলেই সম্ভবে। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈ রপ্যসাবতি দুর্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥—উজ্জ্বল নীলমণি স্থা, ১১১।" এই মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুই রকম। রূঢ়-মহাভাব ব্রজসুন্দরীমাত্রেই সম্ভবে। অধিরূঢ়-মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দুই রকম। এই মোদন আবার সমস্ত ব্রজসুন্দরীতে সম্ভবে না, কেবল মাত্র শ্রীরাধার যুথে যাঁহারা আছেন, সেই ললিতা-বিশাখাদির পক্ষেই সম্ভবে। "রাধিকাযুথে এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ। উঃ নীঃ স্থা, ১২৮॥" আর মাদন কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সম্ভবে, শ্রীরাধিকার যুথের ললিতা-বিশাখাদিতেও সম্ভবে না। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ উজ্জ্বল নীলমণি স্থা, ১৫৫॥" এই স্থলে দেখা গেল, শ্রীরাধিকার প্রেমের পরিমাণ মাদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আবার এই পরিমাণ, শ্রীরাধার অতি অন্তরঙ্গা সখী ললিতা-বিশাখাদিতে পর্য্যন্ত সম্ভবে না; অপরের কথা আর কি বলিব। এই পরিমাণ প্রেম যে সাধারণ জীব শ্রীরাধাকুণ্ডে একবার স্নান করিলেই পাইবেন, ইহা সম্ভব হয় না। যদি বলা যায়—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানের মাহাত্ম্যে তাহা পাওয়া সম্ভব হইবে না কেন ? উত্তরে বলা যায়—যদি স্নানের মাহাত্ম্যে ইহা সম্ভব হইত, তবে ললিতা-বিশাখাদি শ্রীমতীর যুথের সখীগণ ইহা পাইলেন না কেন ? তাঁরা ত নিত্যই ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপিণী, মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী-শক্তি। তাঁহার সমপরিমাণে প্রেম কাহারও থাকিতে বা হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা গেল, কৃষ্ণ যে শ্রীকুণ্ডে স্নান-কর্ত্তাকে রাধার প্রেমের সমান প্রেম দান করেন, তাহা পরিমাণে সমান নহে, জাতিতে সমান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার যে জাতীয় প্রেম আছে, শ্রীকৃষ্ণ সেই জাতীয় প্রেমদান করেন—স্বসুখ-বাসনাশূন্য, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় কান্তা-প্রেম দান করেন। ["তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান"—রাধাসম (রাধার মতন) কৃষ্ণ তাহাকে প্রেমদান করেন ; অর্থাৎ রাধা যেরূপ প্রেমদান করেন, কৃষ্ণ সেরূপ প্রেম দান করেন—এইরূপ অর্থ হইবে না। কারণ, এই কয় পয়ারের মর্ম্ম পরবর্ত্তী শ্লোকে লিখিত হইয়াছে ; এই প্রেমসম্বন্ধে শ্লোকের উক্তি এই :—প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ—যিনি এই কুণ্ডে একবার স্নান করেন, তিনি রাধিকার মত প্রেমলাভ করেন—"রাধিকেব প্রেম লভতে—" রাধিকার যেরূপ প্রেম, সেইরূপ প্রেম লাভ করিয়া থাকেন। এস্থলে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রেমদানের কোনও কথাই নাই।]

৯। শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা এবং মাধুর্য্য যেন শ্রীরাধার মহিমা এবং মাধুর্য্যেরই তুল্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। স্বৈঃ (স্বীয়) অদ্ভুতৈঃ (অদ্ভুত) গুণৈঃ (গুণদ্বারা) তদীয় সরসী (তাঁহার সরসী—

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মঙরিয়া॥ ১০
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥ ১১
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃসরোবর।
তাহাঁ গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল॥ ১২
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত। ১৩
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাহাঁ হইলা প্রণাম॥ ১৪
মথুরা-পদ্মের পশ্চিম দলে যার বাস।
হরিদেবনারায়ণ আদি পরকাশ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহিমা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ কেন বর্ণ্যোঽস্তু। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ইতি প্রমাণাৎ। সদানন্দবিধায়িনী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধাকুণ্ড) শ্রীরাধা ইব (শ্রীরাধারই ন্যায়) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেষ্ঠা (অতীব প্রিয়) ; শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (ব্রজের পূর্ণচন্দ্র মাধব) অনিশং (প্রত্যহ) যস্যাং (যাহাতে—যেই কুণ্ডে) তয়া (তাঁহার—সেই শ্রীরাধার সহিত) প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) ক্রীড়তি (ক্রীড়া করেন) ; যস্যাং (যাহাতে—যে কুণ্ডে) সকৃৎ (একবার) স্নানকৃৎ (স্নানকর্ত্তা ব্যক্তি) বত অস্মিন্ (এই শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকা ইব (রাধিকার যেরূপ প্রেম, সেইরূপ) প্রেম (প্রেম) লভতে (লাভ করেন)। তস্যাঃ (তাঁহার—সেই রাধাকুণ্ডের) মহিমা (মহিমা) তথা মধুরিমা (এবং মধুরিমা) বৈ ক্ষিতৌ (জগতে) কেন (কাহাকর্ত্তৃক) বর্ণ্যঃ (বর্ণনীয়) অস্ত (হইতে পারে) ?

অনুবাদ। স্বীয় অসাধারণ ও সর্ব্বজন-চমৎকারী গুণহেতু শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। ব্রজের পূর্ণচন্দ্র-মাধব প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত এই কুণ্ডে প্রেমভরে নিরন্তর কেলি করিয়া থাকেন; এইকুণ্ডে যিনি একবার মাত্র স্নান করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার মতন প্রেম লাভ করেন; অতএব শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা ক্ষিতিতলে-কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়। ৩

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১০। **তীরে**—কুণ্ডতীরে। **কুণ্ডলীলা**—কুণ্ডমধ্যে শ্রীরাধাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়াছেন, তৎসমস্ত। **স্মঙরিয়া**—স্মরণ করিয়া।

১১। রাধাকুণ্ডে শ্রীরাধা সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন; ঐ কুণ্ডের মৃত্তিকায় শ্রীরাধার চরণরেণু আছে; জলের নীচে আছে বলিয়া বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া ঐ চরণরেণুর অন্যত্র চলিয়া যাইবারও সম্ভাবনা নাই। ঐ মৃত্তিকায় তিলকাদি রচনা করিলে শ্রীরাধার চরণরেণু দ্বারাই তিলকাদি রচনা করা হয়। শ্রীরাধিকার চরণরেণুর মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুরমহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাব গিরিধারী।"

১২। **সুমনঃসরোবর**—ইহা রাধাকুণ্ডের নৈর্ঋত কোণে। ইহার অপর-নাম মানসগঙ্গা।

১৩। **একশিলা**—গোবর্দ্ধনের এক শিলাখণ্ড; গোবর্দ্ধনের শিলাকে প্রভু কৃষ্ণকলেবর বলিয়া মনে করিতেন। (৩।৬।২৮৬)।

১৪। **হরিদেব**—নারায়ণ-মূর্ত্তি।

১৫। **মথুরাপদ্মের**—পদ্মাকৃতি মথুরামণ্ডলের পশ্চিম-দিগ্‌বর্ত্তীদলে হরিদেব-নামক নারায়ণ বিরাজিত আছেন। শ্রীমথুরাধাম পদ্মাকার; "ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্"—আদিবারাহে॥ মথুরা-শব্দ এস্থলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলকেই বুঝাইতেছে।

হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।
সবলোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া॥ ১৬

প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি লোক চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥ ১৭

ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল॥ ১৮

সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে—॥ ১৯

গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চঢ়িব।
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব?॥ ২০

এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিঞা গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা॥ ২১

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ॥ ৪॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনারুরুক্ষবে ভক্তাভিমানত্বাৎ গোবর্দ্ধনারোহণং কর্ত্তুমনিচ্ছবে অবরুহ্য গিরেঃ গিরেঃ সকাশাৎ অবরুহ্য। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **ব্রহ্মকুণ্ড**—গোবর্দ্ধনের নিকট একটী কুণ্ড।

২০। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীহরির দাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১০।২১।১৮); হরিভক্তের অঙ্গে পাদস্পর্শের ভয়ে মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে উঠিতে অনিচ্ছুক। অথবা, গোবর্দ্ধনশিলাকে প্রভু কৃষ্ণকলেবর বলিয়া মনে করিতেন, এজন্যও তিনি গোবর্দ্ধনে পাদস্পর্শ করাইতে অনিচ্ছুক। "শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর (৩।৬।২৮৬)॥"

২১। **ভঙ্গী**—কৌশল। গোবর্দ্ধনে পাদস্পর্শ হইলে অপরাধ হইবে—এই ভয়ে ভক্তভাবাপন্ন মহাপ্রভু গোপাল দর্শন করিতে পারিবেন না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন, ভক্তবৎসল গোপালদেব তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্য এক কৌশল বিস্তার করিলেন॥

শ্লো। ৪। **অন্বয়**। কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ—শ্রীগোপালদেব) গিরেঃ (পর্ব্বত হইতে—গোবর্দ্ধন হইতে) অবরুহ্য (অবরোহণ করিয়া—নীচে নামিয়া) ভক্তাভিমানিনে (ভক্তাভিমানী) শৈলং (পর্ব্বতে—গোবর্দ্ধনে) অনারুরুক্ষবে (আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক) স্বস্মৈ (আপনস্বরূপ) গৌরায় (শ্রীগৌরচন্দ্রকে) সমদর্শয়ৎ (দর্শন দিয়াছেন)।

অনুবাদ। শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া—পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক, ভক্তাভি-মানী, (রাধাকান্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিতশ্যামকান্তি) স্বকীয় গৌর-স্বরূপকে স্বদর্শন দান করিয়াছিলেন। ৪

শ্রীগোপালদেব ছিলেন গিরিগোবর্দ্ধনের উপরে; সেখানে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে গোবর্দ্ধনে উঠিতে হয়; তাতে গোবর্দ্ধনের অঙ্গে পাদস্পর্শ হয়। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে উঠিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় গোপালদেব নিজে গোবর্দ্ধন হইতে নীচে নামিয়া **ভক্তাভিমানিনে**—ভক্তাভিমানী (প্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া গোবর্দ্ধনে পাদস্পর্শ করাইয়া গোবর্দ্ধনে উঠিতে অনিচ্ছুক; তাই শ্রীগোপাল তাদৃশ ভক্তাভিমানী) এবং গোবর্দ্ধনে **অনারুরুক্ষবে**—ন আরুরুক্ষু (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) অনারুরুক্ষু, আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক **গৌরায়**—গৌরচন্দ্রকে। **সমদর্শয়ৎ**—সন্দর্শন দিলেন। সেই গৌরচন্দ্র কিরূপ ছিলেন? **স্বস্মৈ**—নিজেকে; নিজস্বরূপকে। শ্রীগোপালদেবের নিজস্বরূপ সদৃশ ছিলেন শ্রীগৌরচন্দ্র; মহাপ্রভু তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই তাঁহাকে গোপালদেবের নিজস্বরূপ বলা হইল। কোন্ ছলে শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে নামিয়া প্রভুকে দর্শন দিলেন, পরবর্ত্তী ২২-২৩ পয়ারে বলা হইয়াছে।

২১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

অন্নকূটনাম-গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥ ২২

একজন আসি রাত্র্যে গ্রামীকে বলিল—।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধাড়ী সাজিল ॥ ২৩

আজি রাত্র্যে পলাহ, গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন ॥ ২৪

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলিগ্রামে থুইল ॥ ২৫

বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥ ২৬

ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে—কিবা গ্রামান্তরে ॥ ২৭

প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ২৮

গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥ ২৯

তথাহি (ভাঃ ১০।২১।১৮)—
হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হন্তেতি হর্ষে হে সখ্যঃ! অয়মদ্রিঃ গোবর্দ্ধনো ধ্রুবং হরিদাসেষু শ্রেষ্ঠঃ। কুতঃ? ইত্যত আহুঃ—যস্মাদ্ রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন প্রমোদো যস্য সঃ। তৃণাদ্যুদ্গমনিভেন রোমহর্ষদর্শনাৎ কিঞ্চ যদ্ যস্মান্মানং তনোতি সহ-গোভির্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ কৈ: পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈশ্চ কন্দমূলৈশ্চ যথোচিতম্ অতোঽয়মতিধন্য ইত্যর্থঃ। স্বামী। ৫

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২। **অন্নকূট নাম-গ্রামে** ইত্যাদি—গোবর্দ্ধনের মধ্যে অন্নকূট নামে একটী গ্রাম আছে; সেই গ্রামে গোপালের শ্রীমন্দির। সেই গ্রামে রাজপুত-জাতীয় লোকদের বসতি।

২৩। **একজন**—কোনও এক অপরিচিত লোক। বোধ হয় শ্রীগোপালদেবই নীচে নামিবার ছল উদ্ভাবন করিতে অপরিচিত লোকের বেশে গ্রামবাসীকে যবনকর্ত্তৃক গ্রাম আক্রমণের কথা জানাইয়াছেন।

গ্রামীকে—গ্রামবাসী রাজপুতদিগকে। **মারিতে**—লুঠ করিতে। **তুড়ুক**—তুর্কী; যবন। **ধাড়ী**—প্রধান। **তুড়ুকধারী**—প্রধান যবন যোদ্ধা। **সাজিল**—সজ্জিত হইল; প্রস্তুত হইয়াছে।

২৪। **ভাগ**—পলাইয়া যাও। **আসিবে কাল যবন**—সর্ব্বনাশ-সাধনকারী যবন আসিবে; যবন আসিয়া সর্ব্বনাশ করিবে। অথবা, আজি রাত্রিতেই পলাও; কারণ, কল্যই যবন আসিবে।

২৫। **গাঁঠুলিগ্রাম**—গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম।

২৬। **বিপ্রগৃহে** ইত্যাদি—গাঁঠুলিগ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে গোপালকে রাখা হইল, সেখানে অতি গোপনে গোপালের সেবা হইতে লাগিল। **গ্রাম উজাড় হইল**—অন্নকূটগ্রাম জনশূন্য হইল।

২৭। এইবারই যে সর্ব্বপ্রথম গোপালকে লইয়া অন্নকূটগ্রামের লোকগণ গ্রামান্তরে পলাইয়া গেলেন, তাহা নহে। মাঝে মাঝে আরও অনেকবার ম্লেচ্ছদের (যবনদের) ভয়ে গোপালের সেবকগণ অন্যত্র—কখনও বনের মধ্যে কোনও নিভৃত কুঞ্জে, কখনও ভিন্ন কোনও গ্রামে—গোপালকে লইয়া গিয়াছেন।

২৯। **শ্লোক**—নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হন্ত অবলাঃ (হে সখীগণ)! অয়ং (এই) অদ্রিঃ (পর্ব্বত—শ্রীগোবর্দ্ধন) হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ); যৎ (যেহেতু) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া)

গোবিন্দ-কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাহাঁ শুনিল—গোপাল গেল গাঁঠুলিগ্রাম॥ ৩০
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপালদর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ ৩১
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পঢ়ি নাচে, হৈল দিনশেষ॥ ৩২

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (২।১।২৬)—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তামরসাক্ষস্য পদ্মনেত্রস্য। চক্রবর্ত্তী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়, শোভন তৃণ, কন্দর, কন্দ ও মূল দ্বারা) সহগোগণয়োঃ (গো ও গোপগণের সহিত) তয়োঃ (তাঁহাদের—শ্রীরামকৃষ্ণের) মানং (পূজাকে) তনোতি (বিস্তার করিতেছে)।

অনুবাদ। হে অবলাগণ! এই গোবর্দ্ধনগিরি নিশ্চয়ই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, ইনি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয় জল, উত্তমতৃণ, কন্দর (অর্থাৎ উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা), কন্দ ও মূল দ্বারা, গোগণ ও গোপালগণের সহিত রামকৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিতেছেন। ৫

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শুনিয়া মুগ্ধচিত্তা কোনও গোপী তাঁহার সখীগণকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন ; তাঁহারা তখন গোবর্দ্ধনের নিকটেই অবস্থিত ছিলেন ; তাই গোবর্দ্ধনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কোনও গোপী বলিলেন :—**অবলাঃ**—হে অবলাগণ! হে সখীগণ! (সখীদিগকে অবলা বা বলহীনা বলিয়া সম্বোধন করার সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতের আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করার মত বল বা শক্তি তাঁহাদের কাহারও নাই। অথবা, এই গোবর্দ্ধনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার শক্তিও তাঁহাদের নাই।) **অয়ং** (এই যে সাক্ষাতে দেখিতেছ, এই) **অদ্রিঃ**—পর্ব্বত, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত **হন্ত**—নিশ্চয়ই **হরিদাসবর্য্যঃ**—হরির (শ্রীকৃষ্ণের) দাসদিগের মধ্যে বর্য্যঃ (শ্রেষ্ঠ) ; যাঁহারা এই সর্ব্বচিত্তহরণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই গোবর্দ্ধনই শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, এই গোবর্দ্ধন **রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণের স্পর্শবশতঃ প্রমোদ (প্রকৃষ্ট হর্ষ) হইয়াছে যাঁহার তাদৃশ ; এই গোবর্দ্ধনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিচরণ করিতেছেন ; তাঁহাদের চরণস্পর্শ পাইয়া আনন্দাধিক্যবশতঃ এই গোবর্দ্ধনের দেহে যেন রোমাঞ্চ, স্বেদ এবং আনন্দাশ্রু দেখা দিয়াছে—সখীগণ! গোবর্দ্ধনের গায়ে এই যে তৃণাঙ্কুর দেখিতেছ, তাহা তৃণাঙ্কুর নহে, তাহা এই গোবর্দ্ধনের রোমাঞ্চ ; আর এই যে গিরিগাত্রে মাঝে মাঝে আর্দ্রতা দেখিতেছ, গিরিরাজের ঘর্ম্মোদ্গমেই তাহার এই আর্দ্রতা ; মাঝে মাঝে যে জলবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে দেখ, তাহা উঁহার আনন্দাশ্রু ; ভাগ্যবান্ গিরি-গোবর্দ্ধন এইরূপ পরমানন্দের চিহ্ন গাত্রে প্রকটিত করিয়া **পানীয়সুযবস-কন্দরকন্দমূলৈঃ**—জলাদি পানীয়, সুযবস (উত্তম তৃণ), কন্দর (গুহা, শ্রীরামকৃষ্ণের উপবেশন ও বিশ্রামাদির জন্য গুহা), কন্দ ও মূল দ্বারা রামকৃষ্ণের এবং তাঁহাদের পালিত গো-সকলের এবং তাঁহাদের সখা ব্রজরাখালগণের **মানং তনোতি**—পূজা (সেবা) করিতেছেন। পানীয় ও তৃণাদিদ্বারা গো-সকলের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন ; পানীয় ও কন্দ, মূল, ফলাদিদ্বারা রামকৃষ্ণের ও ব্রজরাখালদের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিশ্রাম ও ক্রীড়াদির জন্য স্বীয় অন্তর্হৃদয়তুল্য গুহাদিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ; এই সৌভাগ্য আর কাহার হয় সখি! আমাদের তো এইরূপ সৌভাগ্য হইল না।

শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভু গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেছেন।

৩২। প্রেমাবেশে প্রভু নিম্নলিখিত শ্লোক পড়িতে পড়িতে নাচিতে লাগিলেন ; নাচিতে নাচিতে দিন শেষ হইয়া গেল।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যেন (যে) ভুজদণ্ডেন (ভুজদণ্ডদ্বারা) গোবর্দ্ধনঃ (গোবর্দ্ধন) গিরিঃ (পর্ব্বত)

এই মত তিনদিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥ ৩৩
গোপাল-সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দকোলাহলে লোক বলে 'হরিহরি' ॥ ৩৪
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥ ৩৫
এইমত গোপালের করুণস্বভাব।
যেই ভক্তজনে দেখিতে হয় ভাব ॥ ৩৬
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চঢ়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে ॥ ৩৭
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাহাঁ আসি দেখয়ে তাঁহারে ॥ ৩৮
পর্ব্বতে না চঢ়ে দুই—রূপ সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সভারে দিয়াছেন দর্শন ॥ ৩৯
বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ ৪০
ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বরঘরে ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ক্রীড়াকন্দুকতাং (ক্রীড়াকন্দুকতা) নীতঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিল), তামরসাক্ষস্য (কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের) সঃ (সেই) বামঃ (বাম) ভুজদণ্ডঃ (ভুজদণ্ড) বঃ তোমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের যেই বামভুজদণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ক্রীড়া-কন্দুকের মতন অনায়াসে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামভুজ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬

তামরসাক্ষস্য—তামরসের (পদ্মের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাঁহার, তাঁহার। কমললোচনের।

ক্রীড়াকন্দুকতাং—ব্রজবাসীগণ পূর্ব্বে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-পূজার প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে ইন্দ্রদেব রুষ্ট হইয়া ব্রজমণ্ডলের উপরে ঝড়, বৃষ্টি, অশনি-পাত-আদিদ্বারা ভয়ানক উপদ্রব করিতে লাগিলেন। এই উপদ্রব হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় বামকরের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে ধারণ করিয়া রাখিলেন—শিশু তাহার খেলার লাটিমকে (কন্দুককে) যেরূপ অনায়াসে ধরিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপে; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় নাই। ব্রজবাসিগণ পর্ব্বতের তলায় আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সাত দিন পর্য্যন্ত এইভাবে গিরি-গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এইজন্যই তাঁহার একটি নাম গোবর্দ্ধনধারী বা গিরিধারী।

গোবর্দ্ধনেই শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দির; তাই প্রভু গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলার উল্লেখ করিয়া গোপালদেবের স্তুতি করিয়াছেন।

৩৫। **তলে**—গোবর্দ্ধনের নিম্নদেশে।

৩৬-৩৯। গোপালদর্শনের জন্য যাঁহাদের প্রবল উৎকণ্ঠা, অথচ পাদস্পর্শের ভয়ে গোবর্দ্ধনে উঠিয়া দর্শন করিতে পারেন না, ভক্তবৎসল-গোপাল তাঁহাদিগকে কোনও কৌশলে দর্শন দেন; শ্রীরূপগোস্বামীর বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

৪০। **না পারে যাইতে**—বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধনে যাইয়া গোপালকে দর্শন করিতে অসমর্থ, —বার্দ্ধক্যবশতঃ।

৪১। **ম্লেচ্ছভয়ে**—ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক অন্নকূটগ্রাম আক্রমণের আশঙ্কার ছল করিয়া। **বিট্‌ঠলেশ্বর**—বল্লভ-ভট্টের পুত্রের নাম বিট্‌ঠলেশ্বর। তাঁহার গৃহেই শ্রীগোপালদেব একমাস ছিলেন। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়ৈলগ্রাম হইতে বল্লভ-ভট্ট সপুত্রক মথুরায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে বল্লভ-ভট্ট আড়ৈলগ্রামেই ছিলেন। মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ এবং ২।৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তবে রূপগোসাঞি সব নিজ-গণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা॥ ৪২
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ॥ ৪৩
ভূগর্ভগোসাঞি, আর শ্রীজীবগোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দগোসাঞি॥ ৪৪
শ্রীউদ্ধব দাস, আর মাধব—দুইজন।
শ্রীগোপালদাস, আর দাস নারায়ণ॥ ৪৫
গোবিন্দভক্ত, আর বাণীকৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস॥ ৪৬
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহুরঙ্গে॥ ৪৭
একমাস রহি গোপাল গেলা নিজস্থানে।
শ্রীরূপগোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥ ৪৮
প্রস্তাবে কহিল গোপাল-কৃপার আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥ ৪৯
প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥ ৫০
তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥ ৫১
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া॥—৫২
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে ?
লোক কহে—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥ ৫৩
দুইদিকে মাতা পিতা—পুষ্টকলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয়—ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥ ৫৪
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া॥ ৫৫
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪২। **নিজ-গণ**—নিজের সঙ্গীয় লোকদিগের সহিত। ৪৩-৪৬ পয়ারে উল্লিখিত ভক্তবৃন্দ শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে গোপালদর্শনের জন্য মথুরায় আসিয়াছিলেন। **মথুরা রহিয়া**—মথুরায় থাকিয়া। বৃন্দাবন হইতে মথুরা খুব কাছে; গোপালদেব মথুরায় আসিয়াছেন শুনিয়া শ্রীরূপগোস্বামী মথুরায় আসিলেন এবং সেস্থানে একমাস থাকিয়া শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

৪৩। **সঙ্গে**—শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে।

৪৮। **নিজস্থানে**—গোবর্দ্ধনস্থিত অন্নকূটগ্রামে নিজ মন্দিরে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সঙ্গে যাঁহারা গোপাল-দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন, ৪৩-৪৬ পয়ারে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নাম নাই; তাই মনে হয়, শ্রীপাদ সনাতনের অন্তর্দ্ধানের পরেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তখন প্রকট থাকিলে তিনিও গোপাল-দর্শনে যাইতেন। অতি বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত অশক্ত বলিয়াই যে তিনি যাইতে পারেন নাই, তাহাও মনে হয় না; সেইরূপ অবস্থা হইলে তাঁহাকে একাকী বৃন্দাবনে রাখিয়া যে শ্রীরূপাদি এক মাস পর্য্যন্ত অন্যত্র থাকিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

৪৯। **প্রস্তাবে**—প্রসঙ্গক্রমে।

৫১। **নন্দীশ্বর**—নন্দগ্রামে। এইস্থানে শ্রীনন্দমহারাজের গৃহ ছিল।

৫২। **পাবন**—পাবন-সরোবর। **পাবনাদি কুণ্ডে**—পাবন-সরোবরে ও নন্দগ্রামস্থ অন্যান্য কুণ্ডে। **পর্ব্বত উপরি**—নন্দগ্রামস্থ নন্দীশ্বর-পর্ব্বতের উপরে।

৫৩। তত্রত্য লোকদিগকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—পর্ব্বতের উপরে কোনও দেবমূর্ত্তি আছে কি না; তাহারা বলিল—পর্ব্বতের গুহায় দেবমূর্ত্তি আছে। **গোফা**—গুহা।

৫৪। পর্ব্বতগুহায় কি কি দেবমূর্ত্তি আছে, তাহাও লোকগণ বলিল। মধ্যে শিশু গোপালের মূর্ত্তি এবং তাঁহার একদিকে নন্দমহারাজ এবং অপর দিকে যশোদামাতা। পিতামাতার বিগ্রহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল।

সবদিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু খদিরবন আইলা ॥ ৫৭
লীলাস্থল দেখি তাহাঁ গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পঢ়েন গোসাঞি ॥ ৫৮

তথাহি (ভাঃ ১০।৩১।১৯)—
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৭ ॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৭। **সব দিন**—সমস্ত দিন ভরিয়া।

৫৮। **শেষশায়ী**—ব্রজমণ্ডলস্থিত স্থান-বিশেষ। এই স্থানে শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আছেন এবং তাঁহার চরণ-সেবায় রত শ্রীরাধিকাবিগ্রহ আছেন। সাধারণতঃ শেষশায়ী বলিতে ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণকে বুঝায় (১।৫।১০৪ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য); এই অনন্ত-শয্যায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের চরণ সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু পয়ারে "শেষশায়ী"-শব্দে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এবং "**লক্ষ্মী**"-শব্দেও অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের চরণ সেবারতা লক্ষ্মীদেবীকে বুঝাইতেছে না—বুঝাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবারতা শ্রীরাধিকাকে। তাহার হেতু এই। যে স্থানটী এখন শেষশায়ী নামে প্রসিদ্ধ, সেই স্থানে একটী জলাশয় আছে, এখন তাহার নাম ক্ষীর-সমুদ্র। শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে কৌতুকবশতঃ এই জলাশয়ে শেষশায়ীর ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; তখন শ্রীরাধা শেষশায়ীর চরণসেবা-রতা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার চরণসেবা করিয়াছিলেন। "এই শেষশায়ী ক্ষীর-সমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্ত-শয্যাতে॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন॥ ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম-তরঙ্গ॥" চরণ-সেবা-সময়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ তাঁহার সুকোমল-চরণদ্বয় স্বীয় স্তনযুগলে স্পর্শ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্তনযুগলের কাঠিন্যের কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে বেদনা অনুভূত হইবে আশঙ্কা করিয়া, কুচাগ্রে চরণ সংলগ্ন করা তো দূরে, ভীতিবশতঃ তিনি কুচদ্বয়ের নিকটেও শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়কে আনয়ন করিতে পারেন নাই। এই লীলা স্মরণ করিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথদাস-গোস্বামী তাঁহার ব্রজবিলাস-স্তবে লিখিয়াছেন—"যস্য শ্রীমচ্চরণ-কমলে কোমলে কোমলাপি শ্রীরাধোচ্চৈ র্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে। ভীতাপ্যারাদথ ন হি দধাত্যস্য কার্কশ্য-দোষাৎ স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ॥ ৯১॥—কোমলাঙ্গী হইয়াও শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণকমলদ্বয় তাঁহার নিজের সুখের নিমিত্ত স্বীয় উন্নত কুচের অগ্রভাগে আনয়ন-পূর্ব্বক—'আমার স্তন অতি কর্কশ (তাই এই স্তনের সহিত সংলগ্ন করিলে তাঁহার সুকোমল চরণে আঘাত লাগিবে)'—এইরূপ মনে করিয়া ভীত হইয়া চরণদ্বয়কে স্তনের নিকটেও ধারণ করেন না, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোষ্ঠে (বৃন্দাবনে) আমাদিগের নিত্যস্থিতি বিধান করুন।"

এই শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহম্"-ইত্যাদি শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের বেদনার ভয়ে তাঁহার সুকোমল চরণদ্বয় নিজেদের কঠিন স্তনের সহিত সংলগ্ন করিতে যে ব্রজসুন্দরীগণ ভীত হয়েন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। শেষশায়ীরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবারতা লক্ষ্মীরূপা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া শেষশায়ী-লীলার স্ফূর্ত্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৯। **খেলাতীর্থ**—খেলন-বন। এস্থলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ খেলা করিতেন। "দেখহ খেলন-বন এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই॥ মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম। এ খেলন-বটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম॥ ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ॥" **ভাণ্ডীর বন**—সখাগণসহ মল্লবেশে শ্রীকৃষ্ণবলরাম এস্থলে খেলা করিতেন; এই স্থানেই

শ্রীবন দেখি পুন গেলা লোহবন। | মহাবন গিয়া জন্মস্থান-দরশন ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীবলরাম প্রলম্ব-নামক অসুরকে বধ করেন। একদিন এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ একাকী বংশীধ্বনি করিতেছিলেন; তাহা শুনিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া সখীগণসহ শ্রীরাধা সেস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে বিহার করিলেন। কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে মৃদুভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখা সহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে।" কৃষ্ণ বলিলেন—এস্থলে মল্লবেশ ধারণ করিয়া আমি সখাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকি; মল্লযুদ্ধে আমি সকলকে পরাজিত করি। তখন হাসিয়া ললিতা বলিলেন—"মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার।" তখন সখীগণ সকলেই মল্লবেশে সজ্জিত হইয়া মল্লবেশী কৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণপানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে। মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ॥ মহামল্লযুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়। হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥" ভক্তিরত্নাকর, ৫ম তরঙ্গ। শ্রীপাদ রঘুনাথদাস-গোস্বামী তাঁহার ব্রজবিলাস-স্তবে এই লীলার উল্লেখ করিয়া ভাণ্ডীর-বনের বন্দনা করিয়াছেন। "মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাষিতা, মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া। যস্মিন্ সম্যগুপেয়ষা বকভিদা রাধা নিযোদ্ধুং মুদা, কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোত্তাণ্ডীরকং তং ভজে॥ ৯৬॥" আদি বরাহ-পুরাণে ভাণ্ডীর-বনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। **ভদ্রবন**—"কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে। নাক-পৃষ্ঠলোক প্রাপ্তি বন-প্রভাবেতে ॥ ভক্তিরত্নাকর ॥"

৬০। **শ্রীবন**—বেলবন। **লোহবন**—লোহজঙ্ঘবন। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ লোহজঙ্ঘ-অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। **মহাবন**—গোকুল। **জন্মস্থান**—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান; গোকুলেই যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, কংস-কারাগারে দেবকী যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন, ঠিক সেই সময়ে গোকুলে যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন; উভয়েরই গর্ভের অষ্টম মাসে প্রসব হইয়াছিল। "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥ শ্রীভা, ১০।৩।৯ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীহরিবংশবচন।" একই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুই স্থানে দুই রূপে জন্মলীলা প্রকটিত করিলেন; কংস-কারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে এবং গোকুলে দ্বিভুজরূপে অর্থাৎ স্বয়ংরূপে; চতুর্ভুজরূপ হইল তাঁহারই প্রকাশরূপ। যাহাহউক, দেবকী-বসুদেব অদ্ভুত-চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণও তখন স্বীয় চতুর্ভুজরূপ সম্বরণ করিলেন এবং নরশিশুর ন্যায় দ্বিভুজরূপে তৎস্থলে প্রকটিত হইলেন (শ্রী, ভা, ১০।৩।৪৭); আর বসুদেবকে বলিলেন—"যদি কংস হইতে তোমার ভয় হয়, তাহাহইলে আমাকে শীঘ্রই গোকুলে নিয়া রাখিয়া আস; সেস্থানে যশোদাগর্ভজাতা আমার মায়াকে দেখিতে পাইবে। তাহার স্থানে আমাকে রাখিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আস।" বসুদেব যখন স্বীয় পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই নন্দগৃহে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবির্ভূত হইলেন। "ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ। যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াঽজনি নন্দজায়য়া ॥ শ্রী, ভা, ১০।৩।৪৮ ॥" বসুদেব গোকুলে গিয়া দেখিলেন, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; যশোদার গৃহে গিয়া দেখিলেন—যশোদাও গাঢ়নিদ্রায় অচেতনপ্রায়া, তাঁহার বিছানায় একটী নবজাতা কন্যা পড়িয়া রহিয়াছে। বসুদেব তখন যশোদার বিছানায় নিজপুত্রকে রাখিয়া যশোদার কন্যাটীকে লইয়া পুনরায় কংস-কারাগারে চলিয়া আসিলেন।

হরিবংশের বচন হইতে জানা যায়, দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তান প্রসব করেন—এই প্রসব হইয়াছিল অষ্টমী তিথিতে। আবার শ্রী, ভা, ১০।৩।৪৮ শ্লোক হইতে জানা যায়—বসুদেব যখন স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কারাগার হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখনই যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবির্ভূত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়েন ; হরিবংশ বলেন—নবমী তিথিতেই এই যোগমায়ার জন্ম হইয়াছিল ; "নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ। শ্রী, ভা, ১০।৩।৪৮ শ্লোকের বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণীধৃত হরিবংশবচন।" যশোদা গর্ভ হইতে নবমীতে মায়ার আবির্ভাবের কথা বিষ্ণুপুরাণ হইতেও জানা যায়। ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিলেন—"বর্ষাকালের কৃষ্ণাষ্টমীতে আমি জন্মগ্রহণ করিব, তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।১।৭৬ ॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, সেই রাত্রিতে যশোদা দুইবার প্রসব করিয়াছিলেন —দেবকী যখন প্রসব করেন, তখন একবার এবং তাহার পরে বসুদেব স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার প্রাক্কালে আর একবার। আরও, শ্রী, ভা, ১০।১।৯ শ্লোকে যশোদাগর্ভজাতা যোগমায়াকে "শ্রীকৃষ্ণের অনুজা—কনিষ্ঠা ভগিনী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রথমবারে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রসব করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়-বারে যোগমায়াকে ; নচেৎ যোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলার সার্থকতা থাকে না। যশোদা প্রথমবারে যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে চতুর্ভুজত্বাদির কোনওরূপ উল্লেখ না থাকায় দ্বিভুজ-নরাকৃতিরূপেই যে তিনি জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। "যশোদাপ্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাদ্যনুক্তের্নরাকৃতি-পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যত ইতি। শ্রী, ভা, ১০।৩।৪৮ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" প্রশ্ন হইতে পারে, যশোদা যদি দুইটি সন্তানকেই প্রসব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বসুদেব গোকুলে আসিয়া যশোদার বিছানায় কেবল একটী সন্তান—একটী মেয়ে মাত্র—দেখিলেন কেন ? প্রথমজাত পুত্রটী কোথায় গেল ? আর বসুদেব স্বীয় পুত্রটীকে রাখিয়া কন্যাটীকে লইয়া যাওয়ার পরে যশোদা জাগিয়া যখন কেবল একটী পুত্রসন্তান মাত্র দেখিলেন, কন্যাটীকে দেখিলেন না, তখন তিনিও এসম্বন্ধে আর কোনও কথা বলিলেন না কেন ? বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহার সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"যোগনিদ্রার প্রভাবে গোকুলস্থ সমস্ত লোক যখন মোহিত অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত এবং স্বয়ং যশোদাও যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখনই তিনি যোগমায়ারূপিণী কন্যাটীকে প্রসব করিয়াছিলেন। "তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া। তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে ॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।৩।২০ ॥" মায়ার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যশোদা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ; এইরূপে নিদ্রিতাবস্থাতেই মায়ার জন্ম ; সুতরাং মায়ার জন্মাদি সম্বন্ধে যশোদার কোন জ্ঞানই ছিল না ; একটী কন্যা যে জন্মিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ স্বীয় গর্ভ হইতে কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই ক্লান্তা ও পরিশ্রান্তা হইয়া যশোদা নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যোগনিদ্রা তাঁহার এই নিদ্রায় গাঢ়তা ঢালিয়া দিয়া লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের জন্মের কথা হয়তো জানিতেন ; কিন্তু তৎপর কন্যার জন্মের কথা জানিতেন না ; সুতরাং শেষকালে কন্যাটী তাঁহার বিছানায় না থাকাতেও তাঁহার কোনওরূপ সংশয়ের উদয় হয় নাই। কিন্তু দুইটী পুত্রসন্তান দেখিলেন না কেন ? একটী নিজের এবং একটী বসুদেবের ? বসুদেবই বা কেন যশোদার শয্যায় যশোদাগর্ভজাত পুত্রটীকে দেখিলেন না ? ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সহিতই যশোদার শয্যায় ছিলেন ; বসুদেব নিজের পুত্রকে লইয়া যখন যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন যশোদানন্দন স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির বলে, অথবা যোগমায়ার প্রভাবে বসুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন ; বসুদেব স্বীয় পুত্রকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যখন মায়াকে গ্রহণ করিলেন, তখনই বসুদেব-তনয় যশোদানন্দনের সহিত মিশিয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইলেন, বসুদেব-তনয়কে আত্মসাৎ করিয়া যশোদানন্দনই শয্যায় শুইয়া রহিলেন ; বসুদেব মনে করিলেন—তাঁহারই পুত্র শুইয়া আছে। এইরূপে উভয়ে মিশিয়া যাওয়ায় যশোদাও দুইটি শিশু দেখেন নাই এবং বসুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া যশোদানন্দনকেও বসুদেব দেখেন নাই। "শ্রীবসুদেবেন মায়াপরিবর্ত্তেন বিন্যস্তঃ পুত্রঃ শ্রীনন্দাত্মজেনৈবৈক্যং প্রাপ্তঃ—শ্রী, ভা, ১০।৫।১ শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী।" অথবা, বসুদেব যশোদার গৃহে প্রবেশের উপক্রমেই, যশোদার শয্যার প্রতি বসুদেবের দৃষ্টি পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার অলক্ষিতভাবে যশোদানন্দন বসুদেবনন্দনকে আত্মসাৎ

যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেইস্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ ৬১

গোকুল দেখিয়া আইল মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া—বসুদেব-নন্দনকে নিজের সঙ্গে ঐক্য প্রাপ্ত করাইয়া—বসুদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করিলেন; তাঁহাকেই বসুদেব যশোদার শয্যায় রাখিয়া মায়াকে লইয়া গেলেন। অথবা, কংসকারাগারে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বসুদেবনন্দন যখন অন্তর্হিত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নন্দালয়ে যশোদানন্দনও অন্তর্হিত হইলেন এবং নন্দালয়ে অন্তর্হিত হইয়া কংসকারাগারে আবির্ভূত হইলেন এবং বসুদেবনন্দনের স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে আবির্ভূত দ্বিভুজ যশোদাতনয়কেই দেবকী-বসুদেব তাঁহাদের পুত্র বলিয়া মনে করিলেন। যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌-ভাগবতে স্পষ্টরূপে কোনও বর্ণনা না থাকিলেও ১০।৪।৯ শ্লোকে মায়াকে শ্রীকৃষ্ণের "অনুজা" বলায়, ১০।৫।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "নন্দাত্মজ" বলায়, ১০।৮।১৪ শ্লোকে তাঁহাকে নন্দমহারাজের "আত্মজ" বলায় এবং ১০।১৪।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "পশুপাঙ্গজ—গোপরাজ-নন্দের অঙ্গজ" বলায় নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহিণী যশোদার গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বীকার করিতেছেন।

৬১। **যমলার্জ্জুন** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়কে ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটী দর্শন করিলেন;

নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুই পুত্র ছিলেন। রুদ্রের অনুচরত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহারা বারুণী পান করিয়া মদমত্ত হইয়া কৈলাসের রমণীয় উপবনে বিবসনা যুবতী-গণের সঙ্গে নিজেরাও বিবসন হইয়া গঙ্গাগর্ভে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেবর্ষি নারদ যাদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় যুবতীগণ বসন পরিধান করিলেন; কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদকে দেখিয়াও বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। তখন তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন—তাঁহারা যেন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হন। লজ্জা-সঙ্কোচহীন বৃক্ষের ন্যায় তাঁহাদের আচরণ ছিল বলিয়াই এইরূপ অভিসম্পাত। তিনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাও বলিলেন যে—তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহাদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না এবং বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহারা বৃক্ষযোনি হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া ভক্তিলাভ করিবেন (শ্রী, ভা, ১০।১০ অধ্যায়)। তাঁহারা দুইটী সংযুক্ত অর্জ্জুনবৃক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন।

দামবন্ধন-লীলায় যশোদামাতা যখন শ্রীকৃষ্ণকে একটী উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহকর্ম্মে গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সমবয়স্ক গোপবালকগণের সঙ্গে উদূখলটীকে টানিয়া টানিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন; সম্মুখভাগে দেখিলেন—যমলার্জ্জুন বৃক্ষ, একই মূলে দুইটী অর্জ্জুন-বৃক্ষ, মধ্যস্থলে ফাঁক। কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ফাঁক দিয়া অপর পার্শ্বে গেলেন; কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার উদরে বদ্ধ উদূখলটী কাইত হইয়া পড়িয়া গেল; তাই তাহা আর বৃক্ষদ্বয়ের অপর পার্শ্বে যাইতে পারিল না; তাই শ্রীকৃষ্ণও আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। উদূখলটীকে অপর পার্শ্বে নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ টানাটানি করিতে লাগিলেন; এই টানাটানিতে বিরাট যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় তুমুল শব্দ করিয়া ভূপতিত হইয়া গেল। বৃক্ষদ্বয় হইতে নলকুবর ও মণিগ্রীব বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করিয়া দিব্যদেহে স্বপুরে গমন করিলেন (শ্রী, ভা, ১০।১০ অঃ)।

৬২। **জন্মস্থান**—মথুরায় কংসকারাগারে যে স্থানে দেবকীর গর্ভ হইতে চতুর্ভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই স্থান। **সেই বিপ্র**—সনোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ।

লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিলা আসিয়া॥ ৬৩
আরদিন আইল প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন। ৬৪
দ্বাদশ-আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥ ৬৫
চেতন পাইয়া পুন গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায়॥৬৬
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঞাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥ ৬৭
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥ ৬৮
কৃষ্ণলীলাকালের বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ॥ ৬৯
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর॥ ৭০
তেঁতুলতলে বসি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥ ৭১
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোকভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥ ৭২
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥ ৭৩
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সভারে উপদেশ করে 'নামসঙ্কীর্ত্তন'॥ ৭৪
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব—কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুতজাতি গৃহস্থ—যমুনাপারে গ্রাম॥ ৭৫
কেশীস্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলিতলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে॥ ৭৬
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥ ৭৭
প্রভু কহে—কে তুমি, কাহাঁ তোমার ঘর?।
কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৩। **অক্রূরতীর্থে** যমুনার অক্রূরঘাটে (মথুরায়)।

৬৪। **প্রস্কন্দন**—যমুনার একটী ঘাট। কথিত আছে, কালিয়দমনকালে শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ কালিয়হ্রদের শীতলজলে ছিলেন বলিয়া শীতার্ত্ত হইয়া দ্বাদশাদিত্যটিলায় বসিয়া সূর্য্যতাপ সেবন করেন, সূর্য্যতাপে তাঁহার অঙ্গে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া যমুনায় গিয়া মিলিত হইল; যমুনার যে স্থানে এইরূপে ঘর্ম্ম মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানটীই প্রস্কন্দন-ঘাট।

৬৫। **দ্বাদশ-আদিত্য**—কালিয়হ্রদের নিকটে একটী টিলা। শীতার্ত্ত কৃষ্ণকে (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) তাপ দেওয়ার জন্য এস্থানে দ্বাদশটী সূর্য্য (আদিত্য) তাপ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই টিলার নাম দ্বাদশাদিত্য। **কেশিতীর্থ**—যমুনার কেশীঘাট।

৬৭। **অক্রূরে**—মথুরার অক্রূরঘাটে।

৬৮। **চীরঘাট**—চীর অর্থ বস্ত্র। ইহা যমুনার একটী ঘাট; এই স্থানে বস্ত্রহরণ লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। **তেঁতুলি তলাতে**—একটী তেঁতুল গাছের নীচে।

৬৯। প্রভু যে তেঁতুল গাছটীর নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, কথিত আছে, সেই গাছটী শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালেও ঐ স্থানে বর্ত্তমান ছিল। গাছটীর তলা বাঁধান ছিল; বাঁধান স্থানটী খুব **চিক্কণ**—চক্চকে, মসৃণ ছিল।

৭০। প্রভু সেই গাছটীর তলায় বসিয়া একদিকে বৃন্দাবনের শোভা এবং অপরদিকে যমুনার জল দেখিতেছিলেন। **নীর**—জল।

৭৩। **নামসঙ্কীর্ত্তন করে**—তেঁতুল তলায় বসিয়া।

৭৬। **কেশীস্নান**—কেশীঘাটে স্নান। **আমলি তলায়**—তেঁতুল তলায়। **গোসাঞি**—প্রভুকে।

রাজপুতজাতি মুঞি, পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয়—হঙ বৈষ্ণবকিঙ্কর ॥ ৭৯
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেখ তোমা আসি পাইনু ॥ ৮০
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে 'হরি' ॥ ৮১
প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা ॥ ৮২
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥ ৮৩
'বৃন্দাবনে পুন কৃষ্ণ প্রকট হইল।'
যাহাঁতাহাঁ লোকসব কহিতে লাগিল ॥ ৮৪
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আসে করি কোলাহলে ॥ ৮৫
প্রভু দেখি কৈল লোক চরণবন্দন।
প্রভু কহে—কাহাঁ হৈতে কৈলে আগমন ? ॥ ৮৬
লোক কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয়শিরে নৃত্য করে ফণারত্ন জ্বলে ॥ ৮৭
সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু—সব সত্য হয় ॥ ৮৮
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সভে আসি কহে—'কৃষ্ণ পাইল দর্শন' ॥ ৮৯
প্রভু আগে কহে লোক—'শ্রীকৃষ্ণ দেখিল'।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল ॥ ৯০
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণদরশন।
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৯। **পারে**—যমুনার অপর তীরে

৮০। **পরতেখ**—প্রত্যক্ষ ; সাক্ষাতে।

স্বপ্ন—সম্ভবতঃ স্বপ্নে তিনি প্রভুরই দর্শন পাইয়াছিলেন।

৮৪। শ্রীবৃন্দাবনে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন বলিয়া সর্ব্বত্র জনরব উঠিল।

৮৫-৮৮। জনরব উঠিয়াছে—বৃন্দাবনে কালিদহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন, অনেকে নাকি নিজ চক্ষুতেই কালিদহে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছে—কৃষ্ণ কালিয়ের মাথার উপর নৃত্য করিতেছেন, আর কালীদহের জলে কালিয়নাগের ফণাস্থিত রত্ন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। এই জনরব শুনিয়া মথুরা হইতেও বহুসংখ্যক লোক আসিয়া রাত্রিতে কালিদহের তীরে সমবেত হইত—শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আশায়। সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রাতঃকালে তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইত। একদিন মথুরার লোকগণ এইভাবে গৃহে ফিরিবার সময় প্রভুকে দেখিয়া প্রণাম করিলে প্রভু তাহাদের বৃন্দাবনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহারা সমস্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"সব সত্য হয়"। **ফণারত্ন**—ফণাস্থিত রত্ন।

সব সত্য হয়—প্রভু হাসির সহিত এ কথা বলাতে মনে হয়, প্রভুর কথার যথাশ্রুত মর্ম্ম এই যে, "তোমরা যাহা বলিতেছ, সমস্তই মিথ্যা জনরব।" কিন্তু প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে, "তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহা বাস্তবিকই সত্য (পরবর্ত্তী ৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।" কারণ, গৌররূপে শ্রীকৃষ্ণ তো বৃন্দাবনে বাস্তবিকই প্রকট হইয়াছেন।

৯০। **সত্য কহাইল**—প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা যে বস্তুতঃই সত্য, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯১। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ; সুতরাং প্রভুর সাক্ষাতে যখন লোক বলে যে—"শ্রীকৃষ্ণ দেখিলাম", তখন একথা মিথ্যা নহে ; কারণ, ঐ লোক ত গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেই। তবে নিজের অজ্ঞান-বশতঃ যে স্থানে কৃষ্ণ নহেন, সে স্থানে কৃষ্ণ দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে। **নিজাজ্ঞানে**—নিজের অজ্ঞানবশতঃ ; যাঁহার সাক্ষাতে

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে—।
আজ্ঞা দেহ, যাই করি কৃষ্ণদরশনে ॥ ৯২
তবে তারে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ॥ ৯৩
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে ?।
নিজভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে ॥ ৯৪
বাতুল না হইও, ঘরে রহ ত বসিয়া।
কৃষ্ণদর্শন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা ॥ ৯৫
প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভু-স্থানে আইলা।
'কৃষ্ণ দেখি আইলা ?' প্রভু তাহারে পুছিলা ॥৯৬
লোক কহে—রাত্র্যে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে—দেউটি জ্বালিয়া ॥ ৯৭
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম—।
কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥ ৯৮
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান, দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ়লোক 'কৃষ্ণ' করি মানে ॥ ৯৯
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা—সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক—ইহা মিথ্যা নয় ॥ ১০০
কিন্তু কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে, কাহোঁ ভ্রমে মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥ ১০১
প্রভু কহে—কাহাঁ পাইলে কৃষ্ণদরশন।
লোক কহে—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥ ১০২
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কথা বলিতেছে, সেই প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা না জানিয়া। **সত্য ছাড়ি**—সত্য-কৃষ্ণকে (শ্রীগৌরাঙ্গকে) ছাড়িয়া। **অসত্যে**—মিথ্যায়। কালিদহে নৌকায় চড়িয়া মশাল জ্বালিয়া কৈবর্ত্ত মাছ ধরিত। মূর্খলোক দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া নৌকাকে কালিয়নাগ, মশালকে তাহার ফণার মণি এবং কৈবর্ত্তকে কৃষ্ণ মনে করিত। কৈবর্ত্ত বাস্তবিক কৃষ্ণ নহে, এজন্য বলা হইল "অসত্যে" সত্যজ্ঞান। **সত্যভ্রম**—সত্য (কৃষ্ণ) বলিয়া ভ্রম।

৯২। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্রভট্টাচার্য্য।

৯৫। **বাতুল**—পাগল। **কালি**—আগামীদিনে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকটের যে গুজব উঠিয়াছে, তাহা যদি আগামী কল্য মিথ্যা বলিয়া তোমার ধারণা না জন্মে, তবে কল্যরাত্রে যাইয়া দেখিও—ইহা বলাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য।

৯৬। **ভব্যলোক**—বিজ্ঞলোক। **কৈবর্ত্ত**—জালিয়া। **দেউটী**—মশাল।

১০০-১০১। কালিয়হ্রদে কৈবর্ত্তকে দেখিয়া লোকের যে কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়, তাহা বলিয়া ভব্যলোকগণ বলিলেন—"কিন্তু বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, একথা সত্য ; এবং লোকে যে সেই কৃষ্ণকে দেখিয়াছে, তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু লোকে যেখানে কৃষ্ণকে বাস্তবিক দেখিয়াছে, সেখানে দেখিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে না ; আর যেখানে দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে, সেখানে বস্তুতঃ ভুলই করে, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখে না।"

কাঁহো কৃষ্ণ দেখে—কোথায় বা কৃষ্ণ দেখে। **কাঁহো ভ্রমে মানে**—কোথায় বা ভ্রমবশতঃ কৃষ্ণ দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে।

স্থাণু—শাখাপল্লবশূন্য বৃক্ষ। **পুরুষ**—মানুষ। শাখাপল্লবশূন্য (মুড়ো)-গাছকে ভ্রমে যেমন মানুষ বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ মূর্খলোক জালিয়াকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করে। **বিপরীত জ্ঞানে**—ভ্রমবিশ্বাসে। **স্থাণু পুরুষ যৈছে** ইত্যাদি—বিপরীত-জ্ঞানে (ভ্রান্ত ধারণায়) স্থাণু যৈছে (যেমন) পুরুষ (মানুষ) বলিয়া বিবেচিত হয়।

১০২-১০৩। প্রভু যখন ভব্যলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যে বলিলে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছেও ; কিন্তু কোথায় লোক কৃষ্ণকে দেখিল বল দেখি ?" তখন ভব্যলোক বলিলেন—"তুমিই সেই কৃষ্ণ ; সন্ন্যাসীর বেশে যিনি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, তুমিই সেই কৃষ্ণ। তুমিই বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমাকে দেখিয়াই লোক উদ্ধার পাইতেছে।"

প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না কহিয়।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয় ॥ ১০৪
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥ ১০৫
জীব (আর) ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১০৬

তথাহি ভাবার্থদীপিকাধৃতং বিষ্ণুস্বামি-
বচনম্ (১।৭।৬)—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ স্বকীয়য়া অবিদ্যয়া মায়য়া সংবৃতঃ যুক্তঃ। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জঙ্গম—চলাফেরা করার শক্তি যার আছে, তাকে জঙ্গম বলে। বিগ্রহরূপী নারায়ণ (বা কৃষ্ণ) চলাফেরা করেন না—সুতরাং জঙ্গম নহেন। কিন্তু সন্ন্যাসীরূপী তুমি একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছ; সুতরাং তুমি জঙ্গম এবং স্বয়ং নারায়ণও (কৃষ্ণও) বট; কাজেই তুমি জঙ্গম নারায়ণ।

১০৪। ভব্যলোক প্রভুকে নারায়ণ বলাতে এবং প্রভু তাহা শুনাতে প্রভুর যেন অপরাধ হইয়াছে—এইরূপ ভাব দেখাইয়া প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' উচ্চারণ করিলেন—যেন সেই অপরাধ-খণ্ডনের নিমিত্তই বিষ্ণু-স্মরণ করিলেন। প্রভু ভব্যলোককে বলিলেন—"কৃষ্ণের তুলনায় জীব অতি অধম, অতি ক্ষুদ্র; এহেন জীবকে কখনও কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিওনা।"

১০৫। কৃষ্ণের তুলনায় কিরূপে জীব অতি অধম, তাহা দেখাইতেছেন ১০৫-৬ পয়ারে।

সন্ন্যাসী—প্রভু বলিতেছেন, আমি সন্ন্যাসী মাত্র, সাধারণ জীব। **চিৎকণ**—প্রভু জীবতত্ত্ব বলিতেছেন। জীব ভগবানের চিৎকণ অংশ; আমিও জীব; সুতরাং আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ মাত্র; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নহি। **কিরণকণসম**—চিৎকণ অংশের অর্থ আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন। সূর্য্য হইতে যে কিরণরাশি বহির্গত হয়, সেই কিরণ-রাশির ক্ষুদ্র একটি কণা যেমন সূর্য্যের তুলনায় অতি সামান্য; স্বয়ং চিৎস্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় চিৎকণ জীবও তদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র। জীব ক্ষুদ্র-কিরণকণা-তুল্য, আর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ কিরণরাশির আধার সূর্য্যতুল্য। **সূর্য্যোপম**—সূর্য্যের তুল্য। ভূমিকায় "জীব-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০৬। **জলদগ্নিরাশি**—জ্বলন্ত অগ্নিরাশি। **স্ফুলিঙ্গ**—উল্কা। ঈশ্বর অতি বিস্তীর্ণ জলদগ্নিরাশিতুল্য, আর জীব ঐ জলদগ্নিরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের কণার তুল্য ক্ষুদ্র। ১।৭।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। সচ্চিদানন্দঃ (সচ্চিদানন্দ) ঈশ্বরঃ (ভগবান্) হ্লাদিন্যা (হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা) সম্বিদা (এবং সম্বিৎ-শক্তি দ্বারা) আশ্লিষ্টঃ (সংযুক্ত); সংক্লেশনিকরাকরঃ (বহুবিধ ক্লেশের আকর) জীবঃ (জীব) স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (স্বকীয় মায়াদ্বারা আবৃত)।

অনুবাদ। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত; আর জীব স্বীয় অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, এজন্য বহুবিধ ক্লেশের আকর-স্বরূপ। ৮

হ্লাদিনী ও সংবিৎ—১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দময়—সৎ, চিৎ এবং আনন্দ (১।৪।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাঁহাতে প্রাকৃত বা জড় কিছুই নাই; কিন্তু জীবের সম্বন্ধই প্রাকৃত বস্তুর সহিত, মায়াবদ্ধ জীবের দেহও প্রাকৃত। ভগবানে হ্লাদিনী-আদি যে সমস্ত শক্তি আছে, তৎসমস্তও চিচ্ছক্তি, জড়শক্তি মায়া তাঁহাতে নাই; তিনি মায়ার অধীশ্বর; আর

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ ১০৭

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)—
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ যস্ত্বিতি। আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ। অয়ম্ভাবঃ শ্রীব্রহ্মরুদ্রৌ গুণাবতারৌ ইন্দ্রাদয়ো বিভূতয়ঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণোঽবতারী পরমেশ্বর ইত্যেতৎ শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে অতোঽন্যৈঃ সহ তস্য সাম্যদৃষ্ট্যা শাস্ত্রানাদরেণ পাষণ্ডিতা নিষ্পাদ্যত ইতি। অতএবোক্তং বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীমহাদেবেন। নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিন ইতি। তদন্তে শ্রীদুর্গাদেব্যাচ। অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষতইতি। শ্রীসনাতন। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীব এই মায়া (অবিদ্যা) দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত, জীব মায়ার দাস; জীবে হ্লাদিনী-আদি স্বরূপশক্তিও নাই। তাই জীবের অশেষ দুঃখ। ১।৪।৯ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য; ভূমিকায় জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক হইতে জীব ও ঈশ্বরের এইরূপ পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া গেল :—(১) ঈশ্বর চিদ্‌বস্তু, জীবের দেহাদি জড় বস্তু; (২) ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, আনন্দময়; জীব অশেষ দুঃখের আকর; (৩) ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার অধীন; (৪) ঈশ্বর হ্লাদিনী-আদি স্বরূপশক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত, জীবে এসমস্ত শক্তি নাই। সুতরাং জীবকে কোনওরূপেই ঈশ্বর বলিয়া মনে করা যায় না।

১০৭। এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। যঃ তুঃ (যে ব্যক্তি) ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ (ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত) নারায়ণং (নারায়ণ) দেবং (দেবকে) সমত্বেন (সমানরূপে) এব (ই) বীক্ষেত (দেখে) সঃ (সে ব্যক্তি) ধ্রুবং (নিশ্চিতই) পাষণ্ডী (পাষণ্ডী) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। যে জন ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত শ্রীনারায়ণ-দেবকে সমান দেখে, অর্থাৎ নারায়ণদেব ব্রহ্মা বা রুদ্রাদির সমান এরূপ মনে করে, সেজন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। ৯

ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ :—ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতার সহিত। আদি-শব্দে ইন্দ্রাদি-দেবতাকে বুঝায়; ইঁহারা শ্রীভগবানের বিভূতি অর্থাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট জীবতত্ত্ব। ব্রহ্মা দুই রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। "ভবেৎক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥ শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতধৃত পাদ্মবচনম্। কোনও কোনও মহাকল্পে উপাসনা-প্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হইয়া থাকেন; আবার কোনও কল্পে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হয়েন।" শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রীরুদ্রবাক্যে দৃষ্ট হয়—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্। বিরিঞ্চিতামেতি॥ ৪।২৪।২৯॥—যে ব্যক্তি শতজন্ম পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম্ম পালন করেন, তিনি বিরিঞ্চিত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম। রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন। গর্ভোদকশায়িদ্বারে শক্তি সঞ্চারি। ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥ ২।২০।২৫৯—৬০॥" যে কল্পে এইরূপ কৃতপুণ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান্ সেই জীবেই সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করান। ইঁহাকেই জীবকোটি ব্রহ্মা বলে। আর যে কল্পে সেইরূপ কোনও জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি-কার্য্য করেন; ইনি ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা। অতো জীবত্বমৈশঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ। ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্য শাস্ত্রে প্রোক্তাবতারতা॥ সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্॥—এইরূপে কালভেদে ব্রহ্মার জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বরত্বের অপেক্ষাতেই তাঁহার অবতারত্ব।" আবার ব্রহ্মার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ন্যায় রুদ্রও জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি ভেদে দুই রকম। "কচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্।" যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান্ সেই জীবেই সংহার-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা রুদ্রের কাজ করান; ইনি জীবকোটি রুদ্র; আর যেই কল্পে এইরূপ জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবানই রুদ্ররূপে জগতের সংহার-কার্য্য সমাধা করেন।

আলোচ্য শ্লোকটী হইতেছে পূর্ববর্ত্তী ১০৭ পয়ারের প্রমাণ; ১০৭ পয়ারে জীব ও ঈশ্বরকে সমান মনে করিলে পাষণ্ডী হইতে হয়—ইহাই বলা হইয়াছে। এই উক্তির সমর্থনে যখন "যস্তু নারায়ণং দেবম্" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন প্রকরণ-বলে ইহাই মনে হয় যে, এই শ্লোকে যে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি রুদ্রাদি। ঈশ্বরকোটি-ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্র হইলেন স্বরূপতঃ ঈশ্বর; সুতরাং ঈশ্বরের (নারায়ণের) সহিত তাঁহাদের সমতা-মননে ঈশ্বর-স্বরূপের অপকর্ষ সূচিত হয়না বলিয়া পাষণ্ডিত্বের আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্র—এতদুভয়কে নারায়ণের সমান মনে করিলে স্বরূপের অপকর্ষ হয়না সত্য, কিন্তু বোধ হয় নারায়ণের মহিমার অপকর্ষ সূচিত হয়। নারায়ণ হইলেন ত্রিগুণাতীত; মায়িকগুণের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রবই নাই। "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৮।৫।" এবং তাঁহার ভজনেই জীব নির্গুণ বা গুণাতীত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ও রুদ্র স্বরূপতঃ ঈশ্বর হইলেও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারে মায়িকগুণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে—ব্রহ্মা রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং রুদ্র তমোগুণের দ্বারা সংহার করেন (২।২০।২৬২-৬৩)। যদি বলা যায়, জগতের পালনকর্ত্তা গুণাবতার বিষ্ণুর সহিতও তো মায়িক সত্ত্বগুণের যোগ আছে; যেহেতু, এক পরম-পুরুষই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণকে অঙ্গীকার করিয়া যথাক্রমে হরি (বিষ্ণু), বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) এবং হর (শিব বা রুদ্র) নামে অভিহিত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ শ্রী, ভা, ১।২।২৩॥" এই অবস্থায় কেবল ব্রহ্মা এবং রুদ্রের সহিতই মায়িকগুণের সংযোগ আছে—একথা বলা হইতেছে কেন? বিষ্ণুর গুণ-সংযোগের কথা বলা হইতেছে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ। এস্থলে উদ্ধৃত শ্রী, ভা, ১।২।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—হরৌ মায়াগুণস্য সত্ত্বস্য যুক্তত্বেঽপি তস্য অযোগ এব (হরিতে অর্থাৎ পালনকর্ত্তা বিষ্ণুতে মায়িক সত্ত্বগুণের যোগ থাকা সত্ত্বেও তাহা অযোগই; যেহেতু) সত্ত্বস্য প্রকাশরূপত্বাৎ ঔদাসীন্যাৎ চ তেন সচ্চিদানন্দবস্তুনঃ মহাপ্রকাশকস্য উপরাগাসম্ভবাৎ প্রাকৃতসত্ত্বস্য নাহ হরিশরীরারম্ভকত্বম্ (সত্ত্বগুণের প্রকাশরূপত্ব আছে, ঔদাসীন্যও আছে; তাই ইহা মহাপ্রকাশক-সচ্চিদানন্দ-বস্তুকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না এবং এজন্যই প্রাকৃত-সত্ত্ব বিষ্ণুর শরীরের আরম্ভ হইতে পারে না, (অর্থাৎ বিষ্ণুর বিগ্রহের সহিত ইহার যোগ বা স্পর্শ নাই); রজস্তমসোস্তু বিক্ষেপরূপত্বাবরণ-রূপত্বাভ্যাম্ উপকারকত্বাপকারকত্বাভ্যাঞ্চ তাভ্যাম্ আনন্দস্য বিক্ষিপ্তত্বম্ আবৃতত্বম্ ইতি উপরাগসম্ভবাৎ ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ রজস্তমস্তনুত্বমেবেতি তয়োঃ সগুণত্বং হরেনির্গুণত্বং চ যুক্তিসিদ্ধমেব নির্গুণত্বেঽপি—কিন্তু রজোগুণ ব্রহ্মাকে এবং তমোগুণ রুদ্রকে উপরঞ্জিত করিতে পারে; যেহেতু, এই দুই গুণ সত্ত্বগুণের ন্যায় প্রকাশরূপও নয়, উদাসীনও নয়; পরন্তু এই দুই গুণ তাহাদের বিক্ষেপরূপত্ব এবং আবরণ-রূপত্বের দ্বারা আনন্দের বিক্ষেপ এবং আবরণ সম্পাদিত করিতে পারে; তাই এই গুণদ্বয়ের সংযোগে ব্রহ্মা ও রুদ্রের বিগ্রহ রজোগুণময় এবং তমোগুণময়ের তুল্যই হইয়া থাকে; রজোগুণের দ্বারা ব্রহ্মার এবং তমোগুণের দ্বারা রুদ্রের দেহ রঞ্জিত হইয়া থাকে; তাই ইঁহারা সগুণ। সত্ত্বগুণ উদাসীন এবং প্রকাশরূপ বলিয়া তাহার রঞ্জকত্ব নাই; তাই হরি নির্গুণ।" সগুণ ব্রহ্মরুদ্রাদির উপাসনায় কোনও জীব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মায়ার গুণাতীত হইতে পারে না; কিন্তু নির্গুণ হরির উপাসনায় গুণাতীত হওয়া যায়। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ গুণাতীত। সুতরাং উপাস্য-হিসাবে ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্র হইতে নারায়ণের অনেক বৈশিষ্ট্য। এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, যাঁহাদের উপাসনায় গুণাতীত হওয়া যায় না, সেই ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্রকেও যদি—একমাত্র যাঁহার উপাসনাতেই গুণাতীত হওয়া যায়, সেই—নারায়ণের সমান মনে করা যায়, তাহা হইলে যে নারায়ণের মাহাত্ম্যের অপকর্ষই খ্যাপিত হয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; এইরূপ অপকর্ষ-খ্যাপন অপরাধ-জনক।

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত ১।২।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও উক্তরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনই শ্রীভগবানের গুণাবতার হইলেও শ্রীবিষ্ণুর যেরূপ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব এবং সত্ত্বামাত্রেরই উপকারকত্ব আছে, ব্রহ্মা ও শিবের তদ্রূপ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্ব ও উপকারকত্ব নাই; যেহেতু, ইঁহারা রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা রঞ্জিত; এজন্য যাঁহারা শ্রেয়ঃকামী, তাঁহারা ব্রহ্মা ও শিবের উপাসনা করেন না। "তত্রান্যেষাং কা বার্ত্তা সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বামাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ প্রত্যুত রজস্তমোবৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্মশিবাবপি শ্রেয়োর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যাহ সত্ত্বমিতিদ্বাভ্যাম্।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ভক্তি আদি শুভ ফল শ্রীবিষ্ণু হইতেই পাওয়া যায়। উপাধি-দৃষ্টিতে ব্রহ্মা ও শিবের সেবা করিলে রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া গেলেও তৎসমস্ত বিশেষ সুখদ হয় না; উপাধি-ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিলে মোক্ষ লাভ হইতে পারে বটে; কিন্তু সেই মোক্ষ সাক্ষাদ্ভাবেও লাভ হয় না, শীঘ্রও হয়না।; যেহেতু, তাঁহারা সাক্ষাৎ পরমাত্মারূপে প্রকাশমান্ নহেন; তাঁহারা নিরুপাধিক পরমাত্মার অংশ—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতেই ঐ মোক্ষ লাভ হয়। এজন্য এই দুই স্বরূপ হইতে শ্রেয়ঃ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। "তত্রাপি তত্র তেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষভক্ত্যাখ্যানি শুভফলানি সত্ত্বতনো রধিষ্ঠিতসত্ত্বশক্তেঃ শ্রীবিষ্ণোরেব স্যুঃ। অয়ং ভাবঃ উপাধিদৃষ্ট্যা তৌ দ্বৌ সেবমানে রজস্তমসোর্ঘোর মূঢ়ত্বাৎ ভবন্তোঽপি ধর্ম্মার্থ-কামা নাতিসুখদা ভবন্তি। তথোপাধিত্যাগেন সেবমানে ভবন্নপি মোক্ষো ন সাক্ষান্ন চ ঝটিতি কিন্তু কথমপি পরমাত্মাংশ এবায়মিত্যনুসন্ধানাভ্যাসেনৈব পরমাত্মন এব ভবতি। তত্র তত্র সাক্ষাৎ-পরমাত্মাকারেণা-প্রকাশাৎ। অস্মাত্তাভ্যাং শ্রেয়াংসি ন ভবন্তীতি।" শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য্যও এইরূপই। "তত্র তেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি শুভফলানি সত্ত্বতনোর্বাসুদেবাদেব স্যুঃ।" মায়িক সত্ত্বের শান্তত্ব আছে বলিয়া উপাধিদৃষ্টে বিষ্ণুর সেবা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সুখদ হয়। আবার নিষ্কামভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিলে সাক্ষাদ্ভাবেই মোক্ষ পাওয়া যায়। উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিলে পঞ্চম-পুরুষার্থ-ভক্তিই লাভ হয়; যেহেতু, শ্রীবিষ্ণু পরমাত্মারূপেই প্রকাশমান। তাই শ্রীবিষ্ণু হইতেই শ্রেয়ের লাভ হইয়া থাকে। "অথ উপাধিদৃষ্ট্যাপি শ্রীবিষ্ণুং সেবমানে সত্ত্বস্য শান্তত্বাৎ ধর্ম্মার্থকামা অপি সুখদাঃ। তত্র নিষ্কামত্বেন তু তং সেবমানে সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতি চোক্তের্মোক্ষশ্চ সাক্ষাৎ। অত উক্তং স্কান্দে। বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন ইতি। উপাধিপরিত্যাগেন তু পঞ্চমঃ পুরুষার্থো ভক্তিরেব ভবতি। তস্য পরমাত্মাকারেণৈব প্রকাশাৎ। তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণোরেব শ্রেয়াংসি স্যুরিতি।" শ্রীমদ্ভাগবতের "পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদ-গ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥ ১।২।২৪॥"-শ্লোকেও তমঃ অপেক্ষা, রজঃ-এর এবং রজঃ অপেক্ষা সত্ত্বের প্রাধান্যের কথা বলিয়া ব্রহ্মা ও শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর উৎকর্ষের কথাই বলা হইয়াছে। এই উৎকর্ষের হেতু সম্বন্ধে টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"অতো ব্রহ্মশিবয়োরসাক্ষাত্ত্বং শ্রীবিষ্ণোস্তু সাক্ষাত্ত্বং সিদ্ধমিতি ভাবঃ। —শ্রীবিষ্ণু হইলেন সাক্ষাৎ পরমাত্মা; কিন্তু শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীশিব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহেন—তাঁহাদের স্বরূপ রজস্তমো গুণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং আবৃত।" গুণাবতার বিষ্ণু সত্ত্বগুণের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করেন; ইহামাত্রই সত্ত্বগুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ; সত্ত্বগুণের সহিত বিষ্ণুর সংযোগ বা স্পর্শ নাই; তাই তিনি নির্গুণ বা সাক্ষাৎ পরমাত্মা। কিন্তু রজোগুণের সহিত ব্রহ্মার এবং তমোগুণের সহিত শিবের বা রুদ্রের সংযোগ বা স্পর্শ আছে; তাই তাঁহারা সগুণ এবং সগুণ বলিয়া সাক্ষাৎ-পরমাত্মা নহেন, বিষ্ণুর ন্যায় স্বরূপে অবস্থিত নহেন। "তত্র সত্ত্বাদীনাং নিয়ামকতা-সম্বন্ধেন যোগে সতি পুরুষঃ স্বস্বরূপেণ স্থিতো নির্গুণ এব ভবতি, রজসি তমসি চ সংযোগসম্বন্ধেন যোগে স এব পুরুষো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ সগুণ এব ভবতি। সত্ত্বে সামীপ্যসম্বন্ধেন যোগে স এব পুরুষঃ বিষ্ণুঃ স্বরূপেণ স্থিতো নির্গুণ এব ভবতি ইত্যাচক্ষতে। অতএব যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। শ্রী, ভা, ১।২।২৩ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।"

এইরূপে দেখা গেল—ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মাতে এবং ঈশ্বর-কোটি রুদ্রেও গুণের স্পর্শ আছে, তাঁহারা সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহেন, তাঁহারা পুরুষার্থদাতাও নহেন। আর নারায়ণ বা বিষ্ণুর সহিত গুণের স্পর্শ নাই বলিয়া তিনি স্বরূপে অবস্থিত, সুতরাং সাক্ষাৎ পরমাত্মা, পরম-পুরুষার্থ পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ।

এইরূপে দেখা গেল—ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ও ঈশ্বর-কোটি রুদ্রকেও যদি নারায়ণের সমান মনে করা যায়, তাহা হইলে নারায়ণের মহিমার অপকর্ষ খ্যাপন করা হয় বলিয়া অপরাধ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে—জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি শিবের সঙ্গে নারায়ণের যে ভেদ, তাহা হইতেছে স্বরূপগত ভেদ; নারায়ণ হইলেন ঈশ্বর, আর ব্রহ্মা ও শিব এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণও হইলেন স্বরূপতঃ জীব। আর ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বর-কোটি শিবের সঙ্গে নারায়ণের যে ভেদ, তাহা স্বরূপগত ভেদ নহে, পরন্তু মহিমাগত ভেদ; এস্থলে ব্রহ্মা, শিব ও নারায়ণ সকলেই স্বরূপতঃ আনন্দ—আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর; পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিবার সামর্থ্য রজোগুণেরও নাই, সত্ত্বগুণেরও নাই, তমোগুণেরও নাই; পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি-ব্যাপারে এই গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করেন; তথাপি কিন্তু রজোগুণের বিক্ষেপাত্মক ধর্ম্মবশতঃ ব্রহ্মাতে আনন্দ হন বিক্ষেপ-বিশিষ্ট, তমোগুণের আবরণাত্মক ধর্ম্মবশতঃ শিবেতে আনন্দ হন আবরণবিশিষ্ট এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশাত্মক ধর্ম্মবশতঃ বিষ্ণুতে আনন্দ হন প্রকাশ-বিশিষ্ট; বিষ্ণুতে আনন্দ প্রকাশযুক্ত বলিয়াই কোনও ক্ষতি হয় না; তাই বিষ্ণুই উপাস্য। "মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ইত্যাদের্মায়াগুণানাং রজঃসত্ত্বতমসাং পরমেশ্বরস্পর্শে স্বতঃ সামর্থ্যাভাবাৎ পরমেশ্বরেণৈব স্বেচ্ছয়া তৎস্পর্শে স্বীকৃতেঽপি ব্রহ্মণি বিক্ষেপ-বিশিষ্টো বিষ্ণৌ প্রকাশবিশিষ্টঃ শিবে আবরণবিশিষ্ট আনন্দ ইত্যত আনন্দস্য প্রকাশযুক্তত্বে ন ক্ষতিরিতি বিষ্ণুরেব উপাস্য ইতি বিবেকঃ। শ্রী ভা ১।২।২৪ শ্লোক-টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" ব্রহ্মাতে এবং শিবে আনন্দ বিক্ষিপ্ত এবং আবৃত থাকে বলিয়াই বিষ্ণু অপেক্ষা তাঁহাদের মাহাত্ম্যের অপকর্ষ। ২।২০।২৬২-৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় ব্রহ্মা ও রুদ্র (শিব) হইতে গুণাবতার বিষ্ণুর উৎকর্ষের কথাই বলা হইয়াছে। আলোচ্য শ্লোকে আছে কিন্তু নারায়ণের কথা। ক্ষীরোদশায়ী গুণাবতার বিষ্ণু এবং নারায়ণ কি অভিন্ন? উত্তর—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুতে আনন্দ অনাবৃত বলিয়া, তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়া, তাঁহাতে ও নারায়ণে কোনও ভেদ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ। যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ॥ ১২।৫।১॥"—এই শ্লোকেও শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই কথাই বলিয়াছেন। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মা হইলেন বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরির প্রসাদজ এবং রুদ্র হইলেন হরির ক্রোধসমুদ্ভব।" এস্থলে গুণাবতার ব্রহ্মা এবং রুদ্রের কথাই বলা হইল; কিন্তু গুণাবতার বিষ্ণুর কথা কিছুই বলা হয় নাই; ইহাতেই বুঝা যায়, গুণাবতার বিষ্ণু ও নারায়ণ হরি এতদুভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। পরমাত্মসন্দর্ভে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাহাই লিখিয়াছেন—অত্র বিষ্ণুর্ন কথিত ইতি তেন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাক্ষাদভেদ এব ইত্যায়াতম্। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও একথাই বলা হইয়াছে। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ২।৬।৩২॥—ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—তাঁহা কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকি; হরও (শিবও) তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াই এই বিশ্বের সংহার করিয়া থাকেন; সেই ত্রিশক্তিধৃক নিজেই পুরুষ (বিষ্ণু)-রূপে জগতের পালন করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পালনন্তু স্বয়মেব করোতি ইত্যাহ বিশ্বমিতি। পুরুষরূপেণ বিষ্ণুরূপেণ—বিষ্ণুরূপে তিনি নিজেই বিশ্বের পালন করেন।" মহোপনিষদেও একথাই আছে। "স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি। সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদি।—সেই হরি ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্টি করেন, রুদ্রদ্বারা সংহার করেন; তাঁহার উৎপত্তি ও লয় নাই; সেই হরি পর (শ্রেষ্ঠ) এবং পরমানন্দস্বরূপ (পরমাত্মসন্দর্ভধৃত বচন)।" এই শ্রুতিবাক্যেও বিশ্বের পালনকর্তা বিষ্ণুর পৃথক্ উল্লেখ না থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীহরি নিজেই বিশ্বের পালন করেন, অন্য কাহারও দ্বারা পালন করেন না। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—গুণাবতার বিষ্ণুতে এবং নারায়ণ হরিতে কোনও ভেদ নাই। কিন্তু ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা এবং রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর বা নারায়ণের স্বরূপগত ভেদ না থাকিলেও মাহাত্ম্যগত বা অধিষ্ঠানগত ভেদ আছে।

এক্ষণে আবার আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচ্য শ্লোকে বলা হইল—নারায়ণের সঙ্গে ব্রহ্মা-রুদ্রাদির সমতা মনন করিলে পাষণ্ডী হইতে হয়। কিন্তু নামাপরাধ-প্রকরণে বলা হইয়াছে—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৩ শ্লোকে ধৃতবচন। শ্রীশিবের ও শ্রীবিষ্ণুর গুণ-নামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"আদশব্দেন রূপলীলাদি।" তাহাহইলে বুঝা গেল শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি হইতে শ্রীশিবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে পৃথক্ মনে করিলে অপরাধ হয়। এইরূপে দেখা যায়—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"—এই শ্লোক এবং "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥"—এই শ্লোক যেন পরস্পর-বিরোধী। ইহার সমাধান কি?

সমাধান এই। "যস্তু নারায়ণং দেবম্"—ইত্যাদি শ্লোকে যে সাম্য-মননকে অপরাধজনক বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে মাহাত্ম্যের সাম্য-মনন। আর নামাপরাধ-প্রকরণে যে ভেদ-মনন অপরাধজনক বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে স্বরূপগত ভেদ-মনন। এস্থানে ঈশ্বর-কোটি শিবের কথাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বর-কোটি শিবে এবং শ্রীহরিতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৪০—৪১॥" বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ হইলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ এবং তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই অবস্থিত। এ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন এবং এই ভাবে বিভিন্ন রসবৈচিত্রী আস্বাদনের নিমিত্তই অনাদিকাল হইতে তাঁহার অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রসাস্বাদন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই সমস্ত বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপও যেমন তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন, এ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নাম-গুণ-লীলাদিও তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদি হইতে বাস্তবিক পৃথক্ নহে। রাম-নৃসিংহাদির রূপ বা বিগ্রহ হইল তত্তৎ-রূপে শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ; সুতরাং রাম-নৃসিংহাদির নামও হইল তত্তৎ-রূপে তাঁহারই নাম এবং রাম-নৃসিংহাদির লীলাদিও হইল তত্তৎ-রূপে তাঁহারই লীলা। শ্রীশিবও তাঁহারই এক প্রকাশ; সুতরাং শ্রীশিবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও শ্রীশিবরূপে তাঁহারই নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি। এই অবস্থায় শ্রীশিবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক মনে করিলে শ্রীকৃষ্ণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতে শ্রীশিবকে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র এক তত্ত্ব বলিয়াই মনে করা হয়; কিন্তু এইরূপ মনন তত্ত্ব-বিরোধী বলিয়া অপরাধজনক। নামাপরাধ-প্রকরণে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপই।

পরব্যোমস্থিত রাম-নৃসিংহাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই আনন্দঘন-বিগ্রহ, মায়ার সঙ্গে তাঁহাদের কাহারওই স্পর্শ নাই; তথাপি শক্তি-আদি বিকাশের ন্যূনতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহাদের মাহাত্ম্যের অপকর্ষ—যদিও তত্ত্বতঃ তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও ভেদ নাই। গুণাবতার শিবও আনন্দস্বরূপ বটেন, এবং আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার স্বরূপগত ভেদ নাই; কিন্তু তাঁহার আনন্দ তমোগুণের দ্বারা আবৃত বলিয়া রাম-নৃসিংহাদি হইতেও তাঁহার মাহাত্ম্যের অপকর্ষ। এইরূপে দেখা গেল—মাহাত্ম্যের বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীশিবের ভেদ থাকিলেও স্বরূপে কোনও ভেদ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীশিবের নাম-গুণাদিকে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদি হইতে পৃথক্ মনে করিলে শ্রীশিবকে পৃথক্ তত্ত্ব—স্বতন্ত্র ঈশ্বরই মনে করা হয়; ইহা তত্ত্ব-বিরোধী বলিয়া অপরাধজনক।

অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ন্যূন-শক্তির বিকাশ বশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অংশী। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রী, ভা, ১।৩।২৮॥" অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপগত ধর্ম্ম; অংশ-ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপের মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্যও লালায়িত; কিন্তু ভক্তভাবব্যতীত মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব নয়; তাই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অন্য সকল ভগবৎ-স্বরূপেরই ভক্তভাব। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার। ১।৬।৯১॥" ব্রহ্মরুদ্রাদিরও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তভাব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ॥ ১২।১৩।১৬॥" শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তাঁহার টীকার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

শ্রীশিবের ও শ্রীহরির নাম-গুণাদির ভেদ-মননে যে অপরাধ হয় বলিয়া নামাপরাধ-প্রকরণে বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগতের "পার্থিবাদ্দারুণো ধূমঃ ইত্যাদি"-১।২।২৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেবং শ্রীবিষ্ণোরেব সর্ব্বোৎকর্ষে স্থিতে যদন্যত্র শ্রীবিষ্ণুশিবয়োর্ভেদে নরকঃ শ্রূয়তে তদনৈকান্তিক-বৈষ্ণব-শাস্ত্রত্বাদনৈকান্তিকবৈষ্ণবপরমেব। যতস্তদ্বিপরীতং হি শ্রূয়তে পাদ্মোত্তর-খণ্ডাদৌ। যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবমিত্যাদি। —শ্রীবিষ্ণুর এবং শ্রীশিবের ভেদ-মননে যে নরক-গমনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঐকান্তিক-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কথা নহে, অনৈকান্তিক-বৈষ্ণবশাস্ত্রের কথা; তাই উহা অনৈকান্তিক-বৈষ্ণবদের সম্বন্ধীয় কথা (অর্থাৎ যাঁহারা স্বীয় উপাস্য ব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপের ভজন-পূজনাদি করেন না, উল্লিখিত উক্তি তাঁহাদের সম্বন্ধে নহে)। যেহেতু, পদ্মপুরাণাদিতে উহার বিপরীত উক্তিও দৃষ্ট হয়; যথা—যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাকে নারায়ণের সমান মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।" এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের একটী উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা এই। বিম্বকসেন নামে একজন ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ কোনও এক গ্রামাধ্যক্ষের পুত্রের সহিত তাঁহার মিলন হইল। গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্র তাঁহাকে বলিলেন—"আমাদের স্থানে লিঙ্গরূপী মহাদেব আছেন; পূজা করিতে আমি এখন অসমর্থ; আপনি পূজা করুন।" বিম্বকসেন বলিলেন—"আমি শ্রীহরির একান্ত-ভক্ত; অন্য দেবতার পূজা করি না।" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রামাধ্যক্ষের পুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে বিম্বকসেন ভাবিলেন—"ইহার হাতে মরা হইবেনা।" তখন তিনি শিবালয়ে যাইয়া পূজায় বসিয়া "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া স্বীয় ইষ্টদেব নৃসিংহের পুষ্পাঞ্জলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্র রুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং সপরিবার গ্রামাধ্যক্ষ-পুত্রের শিরশ্ছেদ করিলেন। এই উদাহরণ হইতে এই কয়টী বিষয় জানা যাইতেছে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া মনে হয় :—(ক) একান্তভক্ত বিশ্বকসেন শিবপূজা করিতে সম্মত হন নাই ; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তাঁহার উপাস্য নির্গুণ নৃসিংহদেব হইতে তিনি সগুণ শিবকে ভিন্ন মনে করিয়াছেন। (খ) শিবলিঙ্গের সাক্ষাতে বসিয়া তিনি স্বীয় ইষ্টদেব নৃসিংহদেবেরই পূজা করিলেন ; শিবের পূজা করিলেন না। (গ) শিবের পূজা না করিয়া নৃসিংহদেবের পূজা করাতে শিব রুষ্ট হইলেন না ; বরং শিবলিঙ্গ হইতেই নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া একান্ত ভক্ত বিশ্বকসেনকে রক্ষা করিলেন। এই কয়টী বিষয় হইতে বিশ্বকসেন সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা এই :—নির্গুণ নৃসিংহ হইতে তিনি যে সগুণ শিবের ভেদ-মনন করিয়াছেন, তাহা হইতেছে মাহাত্ম্যগত ভেদ। আর শিবস্থানে নৃসিংহের পূজাতে শিব যে রুষ্ট হন নাই এবং শিবলিঙ্গ হইতে নৃসিংহদেবই যে আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহাতে বুঝা যায়, বিশ্বকসেনের মনের ভাব এই যে, নৃসিংহদেব হইতে শিব পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, উভয়েই অভিন্ন ; এই অভিন্নতা হইতেছে স্বরূপগত বা তত্ত্বগত অভেদ। বিশ্বকসেন শিব ও নৃসিংহদেবকে মহিমায় ভিন্ন এবং স্বরূপে অভিন্ন মনে করিয়াছেন ; তাই তাঁহার অপরাধ হয় নাই ; অপরাধ হইলে শিবলিঙ্গ হইতে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন না। শিবলিঙ্গ হইতে নৃসিংহদেবের আবির্ভাবেই উভয়ের স্বরূপগত অভিন্নতা প্রমাণিত হইতেছে। আর গ্রামাধ্যক্ষের পুত্রসম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা এই :—তিনি নৃসিংহদেব হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়াছেন ; তাই শিবস্থানে নৃসিংহের পূজা হইতেছে দেখিয়া তিনি রুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার অপরাধ হইয়াছে ; এবং অপরাধ হইয়াছে বলিয়াই তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে—নির্গুণ শ্রীহরি হইতে সগুণ শিবাদির স্বরূপগত ভেদ-মনন, শিবাদিকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-মনন অপরাধজনক ; তাঁহাদের মাহাত্ম্যগত ভেদ-মনন অপরাধজনক নহে। আরও জানা গেল যে, শ্রীহরির পূজাতেই শিবাদির পূজা হইয়া যায় ; পৃথক্ ভাবে শিবাদির পূজার প্রয়োজন হয় না।

যাহাহউক, উল্লিখিত বিশ্বকসেনের উপাখ্যান বর্ণন করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী স্কন্দপুরাণের "শিবশাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগিযদিতি"-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—শিবসম্বন্ধীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্যে যাহা ভগবৎসম্বন্ধীয় (বা হরিসম্বন্ধীয়) শাস্ত্রের উপযোগী (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সহিত যাহার সঙ্গতি আছে) তাহাই গ্রহণীয় ; ইহার পরে—মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয় উপাখ্যান, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীহরিবংশ, শ্রীনৃসিংহতাপনী-শ্রুতি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শ্রীহরিই একমাত্র উপাস্য এবং বিষ্ণুমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। পরে শ্রীমদ্‌ভাগবতের—"ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্। সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ শ্রী, ভা, ৪।৭।৫৪॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমাদের (ব্রহ্মা, শিব এবং আমার, এই) তিন জনের একই স্বরূপ, আমরা সকল প্রাণীর আত্মা ; যে ব্যক্তি আমাদের তিন জনের মধ্যে ভেদ দর্শন না করে, সে শান্তি প্রাপ্ত হয়।"—এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—"তৎ খলু শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ অন্যাঽস্বাতন্ত্র্যাপেক্ষয়ৈব।" —উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগতের শ্লোকে যে অভেদ-দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা ও শিবকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র (বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর) মনে করা সঙ্গত নহে। ইহার প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের— "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ২।৬।৩২॥"—এই ব্রহ্মার উক্তি এবং "ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ॥ ১০।৬৮।৩৭॥"-এই সঙ্কর্ষণের উক্তি এবং পদ্মপুরাণের— "যৎপাদনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ"-ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরে, নামাপরাধ-প্রকরণের "শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ"—ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"অত্র শ্রীবিষ্ণুনেতি তৃতীয়ায়া অনির্দ্দেশাদত্রৈব শ্রীশব্দদানাচ্চ শ্রীমতঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকত্বেন তন্নাম্নস্তস্মাদ্ যঃ শিবস্য গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং স্বতন্ত্রং পশ্যেদিত্যর্থঃ। —অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর গুণ-নামাদি হইতে শিবের গুণ-নামাদিকে স্বতন্ত্র মনে করাই অপরাধজনক।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের "ন তে মযচ্যুতেঽজে"-ইত্যাদি (১২।১০।২২) শিবোক্তি, "অথ ভাগবতা যুয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।"-ইত্যাদি (৪।২৪।৩০) রুদ্রোক্তি, "কিমিদং কুত এবেতি"-ইত্যাদি (১০।৬।৪১) শ্রীশুকোক্তি এবং "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তং সুধামিত্যাদি"-শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তস্মাত্তদীয়ত্বেনৈব ব্রহ্মরুদ্র-ভজনে ন দোষঃ।—অর্থাৎ তদীয় (ভগবানের ভক্ত)-জ্ঞানে ব্রহ্মা-রুদ্রের ভজনে দোষ নাই।" ইহার পরে শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ। যতশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দ্দনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্।—শ্রীজনার্দ্দনেরই বেদমূলত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উপাসনায় দোষ আছে।" ব্রহ্ম-রুদ্রাদির স্বতন্ত্র উপাসনায় যে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না, গীতার—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ॥"-ইত্যাদি এবং "যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"-ইত্যাদি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াও শ্রীজীব তাহা দেখাইয়াছেন।

যাহাহউক, উপরি-উদ্ধৃত গীতা-প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যাঁহারা ভগবৎ-সেবাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোনও দেবতার উপাসনার কোনও প্রয়োজনই নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী একান্ত-ভক্ত বিশ্বক্‌সেনের যে উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায়, একান্ত ভক্তের পক্ষে তদীয়-জ্ঞানেও (ভগবদ্‌ভক্ত-বুদ্ধিতেও) ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উপাসনার প্রয়োজন নাই। একান্ত ভক্তের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে—গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তাহার অংশভূত শাখা-প্রশাখা--পুষ্প-পত্রাদি সমস্তই তৃপ্তিলাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বমূল শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই অন্য সমস্ত দেব-দেবীর সেবা হইয়া যায়। "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ শ্রীভা, ৪।৩১।১৪।" তাই শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—"ভাগবত-শাস্ত্রমর্ম্ম, নববিধ-ভক্তিধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন। অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই ভক্তি পরম কারণ॥ ১১॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ। ১৩॥ হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবী দেবা, এই ত অনন্য ভক্তিকথা। আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ, দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যথা॥ ১৯॥ অসৎক্রিয়া কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী, অন্য দেবে না করিহ রতি। আপনা-আপনা স্থানে, পীরিতি সভায় টানে, ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥ আপন ভজন-পথ, তাতে হব অনুরত, ইষ্টদেব-স্থানে লীলাগান। নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিনু ভাই, হনুমান তাহাতে প্রমাণ॥ ২১-৮॥" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। ৯।৩০।"-শ্লোকের টীকায় অনন্যভাক্-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মাং ভজতে চেৎ কীদৃক্‌ভজনবানিত্যত আহ অনন্যভাক্ মত্তোঽন্য-দেবতান্তরং মদ্‌ভক্তেরন্যং।"—তাৎপর্য্য এই যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও দেবতার ভজন করেন না, তিনিই অনন্যভাক্ বা একান্ত ভক্ত। এই সমস্ত প্রমাণবলে মনে হয়, শ্রীজীবগোস্বামী যে ভগবদ্‌ভক্ত-বুদ্ধিতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত ভক্তসম্বন্ধে নহে; যে সমস্ত ভক্তের অন্যাপেক্ষা আছে বা অন্য কোনও সংস্কারের বীজ চিত্তে লুক্কায়িত আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেই যেন ঐরূপ বলা হইয়াছে। তদীয়-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা দোষাবহ নহে সত্য; তবে ইহা অনন্য-ভক্তিও নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন—অন্য দেবতার পূজা না করিলেও অন্যদেবতার অবজ্ঞাদি সর্ব্বথা পরিহরণীয়। "অবজ্ঞাদিকন্তু সর্ব্বথা পরিহরণীয়ম্।" পদ্মপুরাণ বলেন—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥—সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিরই সর্ব্বদা আরাধনা করিবে; কিন্তু কখনও ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্য দেবতার অবজ্ঞা করিবে না।" শ্রীজীব একটী ভগবদ্‌বাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাস্থিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥—যিনি একান্তভাবে নিত্য আমার

লোক কহে—তোমাতে কভু নহে জাবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ১০৮
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১০৯
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।
ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১০
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ ১১১
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১১২
কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত ॥ ১১৩
দর্শনে আছুক কার্য্য, যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত—তারে' ত্রিভুবনে ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অর্চ্চনা করেন, মহাদেবের নিন্দা করিলে তিনিও নিশ্চিত নরকে পতিত হন।" এসম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্রও বলেন—"গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্। অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥—যিনি গোপালের পূজা করেন, অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পক্ষে পর-ধর্ম্ম-লাভ দূরে, তাঁহার পূর্ব্বধর্ম্মই বিনষ্ট হয়।"

যাহাহউক উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম-রুদ্রাদিকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করাই দোষাবহ; তাঁহাদিগকে তদীয় বা ভগবদ্‌ভক্ত মনে করিলে কোন দোষ হয় না। তাহা হইলে "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।"-ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এইঃ—মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র, স্বয়ং-ভগবান্, অদ্বয়-তত্ত্ব। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি তাঁহারই অংশ-বিভূতি। তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন; তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে স্বয়ং-ভগবানের অপেক্ষা রাখেন। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে নারায়ণের সমান (অর্থাৎ তাঁহারাও নারায়ণের ন্যায় স্বতন্ত্র-ঈশ্বর এইরূপ) মনে করিলে অপরাধ হয়। ২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৪-৭ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৮। লোক কহে—প্রভুর কথা শুনিয়া ভব্যলোক বলেন। জীবকে নারায়ণ বলিয়া মনে করিলে অপরাধ হইতে পারে; কিন্তু তুমি তো জীব নহ; তোমাকে নারায়ণ বলিলে, কৃষ্ণ বলিলে, অপরাধ হইবে কেন?

জীবমতি-জীববুদ্ধি। তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে তোমাকে জীব বলিয়া মনে হয় না; কৃষ্ণ বলিয়াই মনে হয়।

১০৯। আকৃত্যে—আকৃতিতে। **দেহকান্তি**—অঙ্গের বর্ণ। **পীতাম্বর**—পীত (হল্‌দে)-বর্ণ বস্ত্র। **কৈল আচ্ছাদন** ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তোমার শ্যামবর্ণ অঙ্গকান্তি এবং পীতবর্ণ বস্ত্র—এসব তুমি ঢাকিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছ। এই পয়ারে শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকের মর্ম্মই ব্যক্ত হইতেছে।

১১০। মৃগমদ—কস্তুরী। "কস্তুরী কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও যেমন গোপন করা যায় না, তাহার গন্ধেই যেমন লোক তাহার অস্তিত্ব জানিতে পারে; তদ্রূপ, তুমি তোমার বর্ণ ও বস্ত্র গোপন করিয়া রাখিলেও তোমার ঈশ্বর-স্বভাবে তুমি আত্মগোপন করিতে পারিতেছ না, ধরা পড়িতেছ।" যদ্দারা তিনি ধরা পড়িতেছেন, সেই ঈশ্বর-স্বভাবটী কি, তাহা পরবর্ত্তী কয় পয়ারে বলিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার নাম শুনিলে স্ত্রী, বালক বৃদ্ধ, এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্তও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে হাসে কান্দে, নাচে এবং আচার্য্য হইয়া সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। কোনও জীবের দর্শনে বা জীবের নাম শ্রবণে এইরূপ কখনও হয় না। ইহাই তাঁহার ঈশ্বর-স্বভাব।

১১১। অলৌকিক প্রকৃতি—যেরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব কোনও লোকের মধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং, যাহা ঈশ্বরেরই স্বভাব। প্রভুর দর্শনে এবং প্রভুর নাম শ্রবণে যে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়, ইহাই তাঁহার অলৌকিক প্রকৃতির পরিচায়ক। **বুদ্ধি অগোচর** সেই অলৌকিক প্রকৃতির হেতু বা কার্য্যাদি বিচারাদি দ্বারা নির্ণয় করা যায় না; অচিন্ত্য। **তোমা দেখি** ইত্যাদি—ইহা প্রভুর অলৌকিক প্রকৃতির উদাহরণ; ১।৩।৪৭-৫১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥ ১১৫

তথাহি (ভাঃ ৩।৩।৭৬)।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১০ ॥

এই ত মহিমা তোমার তটস্থ-লক্ষণ।
স্বরূপ-লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ১১৬
সেই সবলোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমনামে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল ॥ ১১৭
এইমত কথোদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১১৮
মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ব্রাহ্মণ।
মথুরাতে ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ ॥ ১১৯
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥ ১২০
একদিন দশবিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১২১
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৫। **শ্বপচ**—কুক্কুরভোজী নীচজাতি-বিশেষ। **পাবন**—পবিত্র; অপরকে পবিত্র করার যোগ্য। **অলৌকিক**—যাহা লোকের (জীবের) মধ্যে সম্ভবে না, এরূপ।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৬।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভগবন্নাম-শ্রবণে যে শ্বপচও পবিত্র হয়, এই ১১৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৬। **স্বরূপ লক্ষণ**—স্বরূপ-লক্ষণটী লক্ষ্য-বস্তু হইতে অপরাপর সকলকে পৃথক্ করিয়া কেবল লক্ষ্য বস্তুকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যাহা লক্ষ্যবস্তুর অঙ্গীভূত অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলেই যে লক্ষণটী দেখা যায়, এবং যাহা লক্ষ্যবস্তুতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে ঐ বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ বলে। যেমন দুই হাত ও দুই পা, মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও নাই, এই লক্ষণ মানুষ হইতে অপর প্রাণীকে পৃথক্ করিয়া দেয় এবং একমাত্র মানুষকেই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, এবং ইহা মানুষেরই অঙ্গীভূত; মানুষের প্রতি দৃষ্টি করিলেই দুই হাত ও দুই পা দেখা যায়; সুতরাং দুই হাত দুই পা মানুষের স্বরূপ লক্ষণ। এইরূপে অজানুলম্বিতভুজত্বাদি মহাপ্রভুর স্বরূপ-লক্ষণ। **তটস্থ লক্ষণ**—ইহাও লক্ষ্যবস্তু হইতে অপরাপর বস্তুকে পৃথক্ করিয়া কেবল লক্ষ্যবস্তুকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়; কিন্তু ইহা লক্ষ্যবস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও অন্য বস্তুর যোগেই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। যেমন হিতাহিত-বিচারশক্তি; ইহা মানুষের তটস্থ লক্ষণ; অপর কোনও প্রাণীর ইহা নাই, মানুষেরই আছে; এবং কোনও সমস্যা উপস্থিত হইলেই, তাহার মীমাংসা-ব্যাপারে মানুষের এই বিচার-শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। প্রেম-প্রদানাদি মহাপ্রভুর তটস্থ-লক্ষণ; ইহা অপর কাহারও নাই, এক মহাপ্রভুরই আছে; এবং কোন জীবের প্রতি করুণা করিয়া তিনি যখন প্রেমদান করেন, তখনই এই লক্ষণের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। এইরূপে অগ্নির বিশেষ-উজ্জ্বলতাদি (বর্ণাদি) অগ্নির স্বরূপলক্ষণ; দাহিকাশক্তি ইহার তটস্থ-লক্ষণ; অগ্নির সংস্পর্শে যখন কোনও বস্তু দগ্ধ হয়, তখনই ইহার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়।

অথবা, "আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥ ২।২০।২৯৬ ॥" আকৃতির প্রকৃতি বা আকৃতির বৈশিষ্ট্য, যাহা সাধারণতঃ দৃষ্টি করিলেই (কোনও স্থলে পরীক্ষা করিলে) বুঝা যায়, তাহাই বস্তুর স্বরূপলক্ষণ। আর কার্য্যদ্বারা যে লক্ষণের জ্ঞান হয়, তাহা তটস্থ লক্ষণ।

১১৭। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ; নাম-প্রেমদানরূপ অনুগ্রহ।

১১৯। **সেইত ব্রাহ্মণ**—সেই সনোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ।

১২০। **ভট্টাচার্য্য**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১২৩
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১২৪
একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে—॥ ১২৫
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল ॥ ১২৬
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১২৭
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল ॥ ১২৮
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া—॥ ১২৯
আজি আমি আছিলাঙ উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি, কে উঠাবে তাঁরে ? ॥ ১৩০
লোকের সঙ্ঘট্ট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর, না দেখিয়ে ভাল ॥ ১৩১
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাঢ়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়, এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥ ১৩২
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লয়ে যাই।
গঙ্গাতীরপথে যাই—তবে সুখ পাই ॥ ১৩৩
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ ॥ ১৩৪
মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগস্নান কথোদিনে পাইয়ে ॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৪। **ভিক্ষা দেন**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দেন।

১২৬। **অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল**—অক্রূর যখন রামকৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দাবন হইতে মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন এই ঘাটে স্নান করিবার জন্য জলে নামিলেন; তখন সেই স্থানে জলের মধ্যেই রামকৃষ্ণকেও দর্শন করিলেন এবং বৈকুণ্ঠ দর্শনও করিয়াছিলেন। তদবধি ইহার নাম অক্রূর-তীর্থ হয়; পূর্ব্বে নাম ছিল ব্রহ্মহ্রদ। (শ্রী, ভা, ১০।৩৯ অধ্যায়)। **ব্রজবাসীলোক** ইত্যাদি—এক সময়ে নন্দ মহারাজ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করিতে নামিলে বরুণের ভৃত্য তাঁহাকে বরুণালয়ে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; ইহা জানিতে পারিয়া নন্দ-মহারাজকে আনিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে যান; তখন সপরিকর বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে লইয়া গৃহে আসিলে সরলহৃদয় নন্দ-মহারাজ বরুণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবের কথা জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রকাশ করিলে, কৃষ্ণলোক দর্শন করিবার জন্য গোপগণের ইচ্ছা হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে লইয়া এই ঘাটে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে জলে নিমগ্ন হইতে বলিলেন; তখন তাঁহারা এই স্থানে জলমধ্যে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোক দর্শন করিলেন। (শ্রী, ভা, ১০।২৮ অধ্যায়)।

১২৮। **কৃষ্ণদাস**—রাজপুত-কৃষ্ণদাস। **ফুকার**—চীৎকার।

১৩০। এই পয়ার হইতে মনে হয়, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেন না।

১৩২। **কাঢ়িয়ে**—অন্যত্র লইয়া যাই।

১৩৩। **বিপ্র**—মাথুর-ব্রাহ্মণ। প্রভুতো ইচ্ছা করিয়া বৃন্দাবন হইতে যাইবেন না; কৌশলে তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া যাইতে হইবে; কি কৌশল করা যায়, তৎসম্বন্ধেই মাথুর-ব্রাহ্মণ বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যকে পরামর্শ দিতেছেন ১৩৩-৩৬ পয়ারে।

১৩৪। **সোরোক্ষেত্র**—ইহা বৃন্দাবনের পূর্ব্বে বাদাও জেলায়। "সোরক্ষেত্র" এবং "সোরাক্ষেত্র"-পাঠান্তরও আছে।

১৩৫। **লাগিল**—আরম্ভ হইল। **মকরে**—মকর পূর্ণিমায়; মাঘমাসের পূর্ণিমায়। মাঘীপূর্ণিমাতে প্রয়াগে ত্রিবেণী-স্থানের মাহাত্ম্য অনেক বেশী।

আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
'মকরপৌঁছসি প্রয়াগে' করিহ সূচন ॥ ১৩৬
গঙ্গাতীরপথের সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে—॥ ১৩৭
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৩৮
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥ ১৩৯
তবে সুখ হয়—যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকরস্নান পাই ॥ ১৪০
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥ ১৪১
যদ্যপি বৃন্দাবনত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত-ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন—॥—১৪২
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৪৩
যে তোমার ইচ্ছা, আমি সে-ই ত করিব।
যাহাঁ লঞা যাহ তুমি, তাহাঁই যাইব ॥ ১৪৪
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৪৫
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৬। **আপনার দুঃখ** ইত্যাদি—মাথুর-বিপ্র বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য! এখানে তোমার খুব কষ্ট হইতেছে, একথা প্রভুকে জানাইও; তাহা হইলে হয়তো প্রভু এখান হইতে অন্যত্র যাইতে সম্মত হইতে পারেন।"

মকর-পৌঁছসি—মকরের (মাঘমাসের) পূর্ণিমা। মাঘমাসে সূর্য্য মকর-রাশিতে থাকে বলিয়া মাঘ-মাসকে মকর-মাসও বলে; তাই এস্থলে মাঘী-পূর্ণিমাকে মকর-পূর্ণিমা (মকর-পৌঁছসি) বলা হইয়াছে। "পৌঁছসি"-স্থলে "পঁচসি"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই। পঁচসি-শব্দ সম্ভবতঃ পঞ্চদশী শব্দের অপভ্রংশ; শুক্লা চতুর্দ্দশীর পরেই পঞ্চদশী তিথি; কিন্তু পঞ্চদশী না বলিয়া পূর্ণিমা বলা হয়; সুতরাং পূর্ণিমা ও পঞ্চদশী (পঁচসি) একই; তাই পূর্ণিমা না বলিয়া সম্ভবতঃ দেশ-প্রচলিত ভাষায় "পঁচসি" বলা হইয়াছে; পৌঁছসিও পঁচসিরই রূপান্তর। **প্রয়াগে**—মাঘী পূর্ণিমায় প্রয়াগে থাকার ইচ্ছাও জানাইও।

কোনও কোনও গ্রন্থে "মকর পৌঁছসি"-স্থলে "মকরে পৌঁছাহ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—এখন রওনা হইলে মাঘী পূর্ণিমায় প্রয়াগে পৌঁছিতে পারা যাইবে, একথাও প্রভুকে বলিও।

১৩৮-৩৯। মাথুর-বিপ্রের পরামর্শানুসারে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আসিয়া প্রভুর নিকটে—বৃন্দাবনে নিজের কষ্ট এবং প্রয়াগে মকর-স্নানের অভিপ্রায় জানাইলেন, ১৩৮-৪১ পয়ারে। এই দুই পয়ারে কেবল নিজের কষ্টের কথা বলিতেছেন।

গড়বড়ি—ভিড়; গণ্ডগোল। **নিমন্ত্রণ লাগি**—তোমাকে ভোজন করাইবার নিমন্ত্রণের জন্য। **মোর মাথা খায়**—আমাকে জ্বালাতন করিয়া তোলে। "মাথা খায়"-স্থলে "প্রাণ খায়"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

এসকল কথাদ্বারা ভট্টাচার্য্য ভঙ্গীতে বৃন্দাবনত্যাগের বাসনা জানাইলেন।

১৪০। **গঙ্গাপথে**—গঙ্গার তীরে তীরে।

প্রয়াগে মকর-স্নানের অভিপ্রায়ও ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জানাইলেন।

১৪২। **ভক্ত-ইচ্ছা করিতে**—ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে; বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের প্রয়াগে মকর-স্নানের বাসনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া।

এত বলি ভট্টাচার্য্য নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া॥ ১৪৭
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন॥ ১৪৮
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সভা লঞা।
বসিল সভার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥ ১৪৯
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাবীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত মন॥ ১৫০
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল॥ ১৫১
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল॥ ১৫২
হেনকালে তাহাঁ আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা॥ ১৫৩
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার—।
এই-যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥ ১৫৪
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৭। যমুনার যে পাড়ে অক্রূরঘাট, তাহার অপর পাড়ে মহাবন বা গোকুল ; তাই নৌকায় যমুনা পার হইয়া মহাবনে যাইতে হয়।

১৪৮। **প্রেমীকৃষ্ণদাস**—কৃষ্ণদাস-নামক রাজপুত। **সেইত ব্রাহ্মণ**—সেই মাথুর-ব্রাহ্মণ। **গঙ্গাপথে** ইত্যাদি—গঙ্গার তীরপথে যাওয়ার রাস্তাঘাট-আদি তাঁহারা দুইজনেই জানেন।

১৫০। গাভীগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলার স্মৃতিতে প্রভু উল্লসিত হইলেন।

১৫১। **গোপ**—গরুর রাখাল। তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মনে করিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

১৫২। **অচেতন** ইত্যাদি - ইহা প্রলয় নামক সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ।

১৫৩। **তাহাঁ**—প্রভু যেস্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইস্থানে। **আসোয়ার**—অশ্বারোহী; **দশ**—দশজন। **ম্লেচ্ছ পাঠান**—পাঠান জাতীয় যবন ; যবনদের মধ্যে একটী শ্রেণীর নাম ;

দশজন পাঠান ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে আসিল এবং ভূপতিত প্রভুকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিল।

১৫৪। পাঠান যখন দেখিল—এক সন্ন্যাসী অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন, আর কয়েকজন লোকও সেখানে বসিয়া আছে, তখন পাঠান মনে করিল, সম্ভবতঃ এই সন্ন্যাসীর নিকটে অনেক মোহর ছিল ; এই দস্যুগুলি বোধ হয় সেই মোহরের লোভে ধুতুরা খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীকে মারিয়া মোহরগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে।

যতি—সন্ন্যাসী। **যতিপাশ**—সন্ন্যাসীর নিকটে। **সুবর্ণ**—মোহর।

১৫৫। **বাটোয়ার**—দস্যু ; নিঃসঙ্গ পথিক-লোককে পাইলে যাহারা দস্যুতা করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া নেয় এবং তাহাকে হয়তো মারিয়াও ফেলে, তাহাদিগকে বাটোয়ার বলে। **মারি ডারিয়াছে**—মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।

এই চারি—মহাপ্রভুর সঙ্গী চারিজন ; রাজপুত কৃষ্ণদাস, মাথুর ব্রাহ্মণ, বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্রের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, এই চারিজন।

প্রায় সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থেই "এই চারি" স্থলে "এই পঞ্চ" পাঠ দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভু ব্যতীত আর মাত্র চারিজন লোক ছিলেন; তাঁহাদের নাম উপরে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং "এই চারি"-পাঠই সঙ্গত; কলিকাতায় এসিয়াটিক-সোসাইটীতে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত আছে; তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও অনেক ; তাহার ৬৫৮নং পুথিতে এই পয়ারে "এই চারি" পাঠই দৃষ্ট হয় এবং পরবর্ত্তী পয়ার সমূহেও তদনুরূপ

তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বাঁধিলা।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা॥১৫৬
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয়—মুখে বড় দঢ়॥ ১৫৭
বিপ্র কহে পাঠান! তোমার পাৎশার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার-পাশ যাই॥ ১৫৮
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎশাহার আগে আছে মোর শতজন॥ ১৫৯
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূৰ্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব,—হইব সংবিত॥ ১৬০
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস বান্ধি রাখহ সভারে।
ইহাঁকে পুছিয়া তবে মারিহ সভারে॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাঠ দৃষ্ট হয়; এই পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হওয়ায় ইহাই গৃহীত হইল। ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫৬। **চারিজনেরে**—রাজপুত কৃষ্ণদাস, মাথুর-ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ও তাঁহার ব্রাহ্মণ। দস্যু মনে করিয়া পাঠান এই চারিজনকেই বাঁধিয়া ফেলিল।

"চারিজনের"-স্থলে অধিকাংশ মুদ্রিত গ্রন্থেই "পঞ্চজনের" পাঠ দৃষ্ট হয়। ২।১৭।১৬ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী **১৫৫** পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌড়িয়া সব—বাঙ্গালী; বলভদ্র ও তাঁহার ব্রাহ্মণ।

১৫৭। বাঙ্গালী দুইজন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু রাজপুত-কৃষ্ণদাস এবং মাথুর-ব্রাহ্মণ মোটেই ভয় পাইল না। **দঢ়**—দৃঢ়, শক্ত। **মুখে বড় দঢ়**—খুব তেজের সহিত কথা বলে; কথাবার্ত্তায় বিন্দুমাত্রও ভয় প্রকাশ পায় না।

১৫৮। **বিপ্র**—মাথুর-বিপ্র। **পাৎশা**—বাদশাহ, রাজা। **সিকদার**—সেনাধ্যক্ষ; অথবা প্রজারক্ষক রাজকর্ম্মচারি-বিশেষ।

মাথুর-ব্রাহ্মণ বলিলেন—"পাঠান! চল সিকদারের কাছে যাই; তাঁহার বিচারে যদি আমরা দোষী বলিয়া প্রমাণিত হই, তাহা হইলে তুমি যে শাস্তি দিবে, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব; আমি বলিতেছি, আমরা দোষী নই, দস্যু নই।"

১৫৯। **এ যতি** ইত্যাদি—এ সন্ন্যাসী আমার গুরু; আমার বাড়ী মথুরায়, আমি মথুরার একজন ব্রাহ্মণ; গুরুদেবের সঙ্গেই আমরা আসিয়াছি।

পাৎশাহার আগে ইত্যাদি—মাথুর-বিপ্র খুব চালাক; তাঁহার খুব প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল। প্রকৃত কথা বলিয়া পাঠানকে বুঝাইতে লাগিল; কিন্তু প্রকৃত কথা পাঠান যদি বিশ্বাস না করে এবং বিশ্বাস না করিয়া যদি সত্য সত্যই সকলকে কাটিয়া ফেলে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, মাথুর-বিপ্র পাঠানকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিল—"পাঠান! আমাদিগকে মারিয়া ফেলিলে তুমি যে সহজে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহা মনে করিওনা; আমার একশত লোক আছে; তাহারা এখন পাৎশাহার নিকটে; আমাদের প্রতি তোমার অত্যাচারের সংবাদ পাইলে তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে বলিয়া মনে করিও না।"

১৬০-৬১। পাঠানকে একটু ভয় দেখাইয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন—"এই সন্ন্যাসীর একটী রোগ আছে, তাতে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হয়েন, একটু পরেই ইঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, ইনি উঠিয়া বসিবেন; তুমি একটু অপেক্ষা কর; আমাদিগকে এখন না হয় বাঁধিয়াই রাখ; কিন্তু মারিয়া ফেলিও না; ইনি উঠিলে ইঁহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া তারপর মারিতে হয় আমাদিগকে মারিয়া ফেলিও।

অবহি—এখনই; একটু পরেই। **সংবিৎ**—জ্ঞান।

পাঠান কহে—তুমি পশ্চিমা সাধু দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে দুই জন॥ ১৬২
কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এইগ্রামে।
শতেক তুরুকী আছে দুইশত কামানে॥ ১৬৩
এখনি আসিবে সব—আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমাসভা মারি॥ ১৬৪
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
'তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার?'॥ ১৬৫
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হৈল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥ ১৬৬
হুঙ্কার করিয়া উঠে, বোলে 'হরিহরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে উর্দ্ধবাহু করি॥ ১৬৭
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার॥ ১৬৮
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল চারিজন।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন॥ ১৬৯
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল॥ ১৭০
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু-আগে কহে—এই ঠক চারিজন॥ ১৭১
এই চারি মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল করিয়া॥ ১৭২
প্রভু কহেন,—ঠক নহে, মোর সঙ্গীজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—মোর নাহি কিছু ধন॥ ১৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬২। সাহস ও শক্তিকে সকলেই ভয় করে; মাথুর-ব্রাহ্মণের সাহসের পরিচয় পাইয়া এবং তাহার একশত লোক আছে জানিয়া পাঠান বোধ হয় একটু সঙ্কুচিত হইল; ব্রাহ্মণকে বেশী রুষ্ট করিতে সাহস পাইল না; পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণের সাহস এবং শক্তির পরিচয় পাইয়া রাজপুত-কৃষ্ণদাসেরও সাহস ও শক্তি আছে বলিয়া পাঠানের মনে হইল; কারণ, বাঙ্গালীদের ন্যায় এই রাজপুত ভয়ে কাঁপে নাই। তাই এই দুইজনকে একটু তুষ্ট করাই পাঠান সঙ্গত মনে করিল; তাই পাঠান বলিলঃ—"হাঁ, তোমরা পশ্চিমদেশীয় দুইজন সাধুই—ভাল মানুষ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু এই বাঙ্গালী দুইটী নিশ্চয়ই ঠক, বঞ্চক—চোর; নচেৎ ইহারা ভয়ে কাঁপিবে কেন?"

গৌড়িয়া বঙ্গদেশবাসী। **দুইজন**—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। প্রায় গ্রন্থেই "দুইজন" স্থলে "তিনজন" পাঠ; কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থের পাঠ "দুইজন", ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৫ পয়ারের এবং ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঠক**—বঞ্চক, প্রতারক, চোর।

১৬৩-৬৫। পাঠানের কথা শুনিয়া রাজপুত-কৃষ্ণদাস বুঝিল, পাঠান চাতুরীদ্বারা গৌড়িয়া ভক্ত দুইজনের উপরেই অত্যাচার করার সঙ্কল্প করিতেছে; যাহাতে তাঁহাদের উপরেও অত্যাচার করিতে ভয় পায়, তজ্জন্য কৃষ্ণদাস বলিল—"পাঠান! এই গৌড়িয়া দুইজন তো বাটপাড়—দস্যু—নহে; বাটপাড় তোমরা, তীর্থবাসীদিগের টাকা-পয়সা লুঠিয়া নিতেছ, তাদের আবার মারিয়া ফেলিতেও চাহিতেছ। কিন্তু সাবধান পাঠান! এই গ্রামেই আমার বাড়ী, আমার অধীনে একশত তুর্কীসৈন্যও আছে, দুইশত কামানও আছে; যদি আমি চীৎকার করিয়া তাদের ডাকি, তাহা হইলে এখনই তাহারা আসিয়া পড়িবে; তখন তোমরা তোমাদের ঘোড়া এবং অন্য জিনিসপত্র তো হারাইবেই, প্রাণও হারাইবে।"

তুরুকী—তুর্কী (মুসলমান) সৈন্য। **ঘোড়াপিড়া**—ঘোড়া এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। **বাটপাড়**—দস্যু। বলাবাহুল্য, সৈন্যাদির কথা বাগাড়ম্বরমাত্র।

১৬৯। ছাড়ি দিল—বন্ধন খুলিয়া দিল, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসার আগেই। **চারিজন**—"পঞ্চজন"-পাঠও দৃষ্ট হয়, কিন্তু চারিজনই সঙ্গত। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৫ পয়ারের এবং ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

মৃগীব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই চারি দয়া করি করেন পালন॥ ১৭৪
সেই ম্লেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল-বস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে 'পীর'॥ ১৭৫
চিত্ত আর্দ্র হইল তার প্রভুকে দেখিয়া।
'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠায়া॥ ১৭৬
'অদ্বয়বাদ' সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥ ১৭৭
যেই-যেই কহে, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে, মহা স্তব্ধ হৈল॥ ১৭৮
প্রভু কহে—তোমার শাস্ত্রে স্থাপি 'নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষ॥ ১৭৯
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে—একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো শ্যামকলেবর॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৪। **মৃগীব্যাধি**—এক রকম মূর্চ্ছারোগ। মহাপ্রভু বলিলেন, "আমার মূর্চ্ছারোগ আছে; তাতে আমি সময় সময় অজ্ঞান হইয়া যাই; এখনও হইয়াছিলাম।" এই উক্তিটী ছলনামাত্র; স্বীয় প্রেম-বিকার গোপন করিবার জন্যই প্রভু ইহা বলিয়াছেন; কিন্তু সত্যস্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ ছলনাবাক্য বা মিথ্যাবাক্য বলিতে পারেন না; সুতরাং এই ছলনা-বাক্যের গূঢ় অর্থ—সত্য অর্থ আছে, তাহা এই :—মৃগ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক-প্রত্যয় করিয়া মৃগ-শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। তারপর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ করিয়া মৃগী হইয়াছে। মৃগ্ ধাতু অন্বেষণার্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে মৃগ-শব্দের অর্থ হইল অন্বেষণ করা যায় যাহাকে; (পুংলিঙ্গে—যে পুরুষকে;) আর মৃগী-শব্দের অর্থ হইল অন্বেষণ করা যায় যে রমণীকে। এখন, জীব কাহাকে অন্বেষণ করে? সকলেই সুখের—আনন্দের অন্বেষণ করে; সুতরাং আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত মৃগ। আর এই আনন্দের যে অধিষ্ঠাত্রী-দেবী হ্লাদিনীশক্তি-রূপা শ্রীরাধা, তিনিই মৃগী। তাহা হইলে মৃগী অর্থ হইল শ্রীরাধা। আর ব্যাধি বলিতে "অতিশয় দোষ এবং প্রিয়-বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয়, তদুৎপন্ন ভাবকেই বুঝায়—"দোষোদ্রেকবিয়োগাদ্যৈর্ব্যাধয়ো যে জ্বরাদয়ঃ। ইহ তৎপ্রভাবো ভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে। ভ, র, সি, ২।৪।৪৪॥" এই ব্যাধিতে স্তম্ভ, অঙ্গ-শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, গ্লানি ইত্যাদি হয়—"অত্র স্তম্ভঃ শ্লথাঙ্গত্বং শ্বাসোত্তাপক্লমাদয়ঃ॥" এই ব্যাধি কৃষ্ণপ্রেমের একটি বিকার। বিরহে ইহার উৎপত্তি। তাহা হইলে "মৃগী-ব্যাধি" অর্থ হইল, "শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার প্রেমজনিত ব্যাধিনামক বিকার।" বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা হইয়াছিল। বৃক্ষতলে কতকগুলি গাভী দেখিলেন, হঠাৎ আবার বংশীধ্বনিও শুনিলেন; শুনিয়াই গোচারণরত বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইল; মনে হওয়ামাত্রই তাঁহার অদর্শনহেতু তীব্র বিরহ-যন্ত্রণায় রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু অচেতন হইয়া স্তম্ভের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

১৭৫। **কালবস্ত্র**—কালরঙ্গের কাপড়, মুসলমানের নিকটে ইহা অতি পবিত্র। **পীর**—সিদ্ধপুরুষ।

১৭৬। **আর্দ্র**—কোমল। **নির্ব্বিশেষ**—নিঃশক্তিক, নির্গুণ, নিরাকার। **স্বশাস্ত্র**—নিজেদের শাস্ত্র; কোরাণ ও তদনুকুল হাদিস্ আদি।

১৭৭। **অদ্বয়বাদ**—জীবে ও ঈশ্বরে অভেদবাদ। **তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে**—সেই পীরেরই শাস্ত্র কোরাণাদির যুক্তিদ্বারা। **করিল খণ্ডন**—পীরের স্থাপিত অদ্বয়বাদ খণ্ডন করিলেন।

১৭৯। পীরকে প্রভু বলিলেন—"তোমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু শেষকালে ঈশ্বরের সবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে।" পরবর্ত্তী ১৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সবিশেষ—সগুণ, সশক্তিক; সাকার।

১৮০। মুসলমানদের শাস্ত্রে শেষকালে ঈশ্বরের কিরূপ স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা প্রভু বলিতেছেন, ১৮০-১৮৩ পয়ারে।

কহে শেষে—শাস্ত্রের শেষভাগে বলে। **একই ঈশ্বর**—ঈশ্বর অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; একমেবাদ্বিতীয়ম্। **সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ**—ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ তো নহেনই, তিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। **শ্যামকলেবর**—ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ তো নহেনই, তিনি সবিশেষ সাকার; তাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ। **কলেবর**—দেহ।

সচ্চিদানন্দ দেহ—পূর্ণব্রহ্মরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ ॥ ১৮১
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥ ১৮২
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ ॥ ১৮৩
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থ সার ॥ ১৮৪
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দপ্রাপ্তি—তাঁর চরণসেবন ॥ ১৮৫
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ঈশ্বর সেবন ॥ ১৮৬
তোমার পণ্ডিত-সভের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্ব-পর-বিধি মধ্যে পর বলবান্ ॥ ১৮৭
নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া ॥ ১৮৮
ম্লেচ্ছ কহে—যে-ই কহ, সে-ই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহো লৈতে না পারয় ॥১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮১। **সচ্চিদানন্দ দেহ**—(পূর্ব্ব পয়ারে ঈশ্বরকে শ্যামকলেবর বলা হইয়াছে; তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার দেহ আছে; এই দেহ যে মানুষের দেহাদির ন্যায় জড়, প্রাকৃত বস্তু নহে, তাহাই বলিতেছেন।) ঈশ্বরের দেহ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তাঁহার দেহে জড় বা প্রাকৃত কিছু নাই। **পূর্ণব্রহ্মরূপ**—(দেহ থাকিলেই পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে; তাই বলা হইতেছে—) ঈশ্বরের যে দেহের কথা বলা হইল, তাহা পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু পূর্ণ এবং বিভু, সর্ব্ব-ব্যাপক (ব্রহ্ম) (ভূমিকায় কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। **সর্ব্বাত্মা**—সেই ঈশ্বর সকলের আত্মা হয়েন। **সর্ব্বজ্ঞ**—তিনি সমস্তই জানেন; তিনি জ্ঞানস্বরূপ। **নিত্য**—তাঁহার দেহ থাকিলেও সেই দেহ, নিত্য, অনাদি এবং অনন্ত। **সর্ব্বাদিস্বরূপ**—ঈশ্বর সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ; মূলতত্ত্ব।

১৮২। **স্থূল-সূক্ষ্ম** ইত্যাদি—ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূলজগতের, কি স্বর্গাদি সূক্ষ্মজগতের, কিম্বা ভগবদ্ধামাদি চিন্ময় জগতের একমাত্র আশ্রয়ই তিনি। **সমাশ্রয়**—সম্যক্‌রূপে আশ্রয়।

১৮৩। ঈশ্বর-তত্ত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে মুসলমান-শাস্ত্রসম্মত সাধনের কথা বলিতেছেন; মুসলমান-শাস্ত্রানুসারে ভক্তিই (সাধন-ভক্তিই) সাধন। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই জীব সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

বস্তুতঃ মুসলমানদের নমাজ-আদি কেবল প্রার্থনাময়; ভক্তিমার্গ ব্যতীত অন্য কোনও সাধনমার্গের সাধনই প্রার্থনাময় হইতে পারে না।

১৮৪। **তাঁর সেবা** ইত্যাদি ঈশ্বরের সেবা ব্যতীত সংসার-ক্ষয় হইতে পারে না; ইহাই মুসলমান শাস্ত্রের অভিমত।

তাঁহার চরণে ইত্যাদি—ভগবচ্চরণে প্রীতিই মুসলমান-শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু। **পুরুষার্থসার**—শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু।

১৮৬। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদির কথাও মুসলমান শাস্ত্রে আছে বটে; কিন্তু শেষকালে ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

১৮৭। **পূর্ব্ব পর বিধি** ইত্যাদি—কোনও স্থলে একই বিষয় সম্বন্ধে যদি দুইটী বিধি থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বিধিটীই বলবত্তর, তাহাই অনুসরণীয়; ইহাই সাধারণ নিয়ম। পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে তোমাদের শাস্ত্র নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকিলেও শেষে সবিশেষ তত্ত্বই স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং সবিশেষ তত্ত্বই তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। আর সাধন-সম্বন্ধেও, প্রথমে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কথা থাকিলেও, শেষকালে কিন্তু ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং ভক্তিমার্গের অনুসরণ করাই তোমাদের উচিত।

'নির্ব্বিশেষ গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখান। | 'সাকার গোসাঞি সেব্য' কারো নাহি জ্ঞান ॥১৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯০। প্রভুর কথা শুনিয়া ঈশ্বরের সবিশেষত্বই মুসলমান পীর স্বীকার করিলেন। এসম্বন্ধে একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন স্বরূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, মোটামুটিভাবে তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; (১) নিরাকার, নির্গুণ—নিঃশক্তিক; (২) নিরাকার, সগুণ—সশক্তিক; এবং (৩) সাকার, সগুণ—সশক্তিক। সাকার-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকদের নিকটে বিশেষরূপেই প্রসিদ্ধ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। অন্য দুই স্বরূপ সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা হইতেছে। নিরাকার নির্গুণ, নিঃশক্তিক স্বরূপে কৃপালুতা বা ভক্তবৎসলতাদি কোনও গুণই নাই; শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে এই স্বরূপই নির্ণয় করিয়াছেন। নিরাকার—কিন্তু সগুণ-সশক্তিক-স্বরূপ—সগুণ বলিয়া তাঁহাতে কৃপালুতা ও ভক্তবৎসলতাদি ভজনীয় গুণ আছে; ইঁহার শক্তিও আছে; এই স্বরূপের গুণের এবং শক্তির যতটুকু বিশ্বব্যাপারের জন্য প্রয়োজন, ততটুকুর বিকাশ এবং বৈচিত্র্য অবশ্যই আছে এবং তদনুরূপ গুণমাধুর্য্য এবং শক্তি-মাধুর্য্যও আস্বাদনীয় হইতে পারে; কিন্তু নিরাকার বলিয়া এই স্বরূপের লীলাও থাকিতে পারে না—সুতরাং লীলামাধুর্য্যও থাকিতে পারে না; রূপমাধুর্য্য যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি "রসো বৈ সঃ" বলিয়া আনন্দাংশে রসরূপে আস্বাদ্য হইতে পারেন; কিন্তু রসিকরূপে (রসয়তি ইতি রসঃ—রসিকঃ) আস্বাদক হইতে পারেন কিনা বলা যায় না। অবশ্য, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভক্তের ভক্তিরসের আস্বাদক হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু সেই আস্বাদনের কোনওরূপ পরিচয় ভক্ত পাইতে পারেন কিনা বলা যায় না। যাহা হউক, এই মতাবলম্বী কোনও প্রাচীন সম্প্রদায় এতদ্দেশে ছিল কিনা, কিম্বা এই মতের অনুকূল বেদান্তসূত্রের কোনও প্রাচীন ভাষ্য আছে কিনা বলা যায় না। উপাসনা-পদ্ধতি হইতে বুঝা যায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী। যীশু-প্রবর্ত্তিত খৃষ্টধর্ম্মও এই মতাবলম্বী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাইবেলের গড্ (ঈশ্বর), তাঁহার থ্রোণ (সিংহাসন) এবং সিংহাসনের একপার্শ্বে যীশুখৃষ্ট এবং অপর পার্শ্বে হলিঘোষ্ট বা পবিত্র আত্মার উল্লেখ দেখিলে মনে হয়—নিরাকার-স্বরূপ ব্যতীত আরও একটী স্বরূপের ইঙ্গিত বাইবেলে আছে। যাঁহার আকার নাই, তাঁহার উপবেশনের জন্য সিংহাসন এবং তাঁহার পার্ষদই বা কিরূপে থাকিতে পারে? যাহা হউক, এক্ষণে মুসলমান-ধর্ম্মের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। অধুনা মুসলমান-সমাজে যে সাধন-পদ্ধতি এবং ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে ধারণা বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহা হইতে মনে হয়—হজরত-মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত মুসলমানধর্ম্মও নিরাকার কিন্তু সগুণবাদী। দুই একজন মুসলমান সাধক এবং শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মৌলবীর সঙ্গে আলাপের ফলে মনে হইতেছে—কোরণাদি শাস্ত্রে ভগবানের নিরাকার ও সগুণ স্বরূপের স্পষ্ট উল্লেখই আছে; এতদ্ব্যতীত আর একটী স্বরূপেরও যেন একটু প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয়। মুসলমান সাধকদের প্রার্থনীয় ধামের মধ্যে বেহেস্ত, আরস, লা-মোকাম প্রভৃতি ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল ধাম প্রত্যেকেই চিন্ময়; প্রত্যেকেই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।" বেহেস্তে সাধনসিদ্ধ লোকগণ পরিচ্ছিন্ন—সম্ভবতঃ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান—দেহ পায়েন; এই দেহ চিন্ময় এবং নিত্যকিশোর। বেহেস্তে নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-সুখের প্রবাহ বিদ্যমান। ইহা কতকটা হিন্দুদের স্বর্গের মত; তবে পার্থক্য এই যে—বেহেস্ত নিত্য, স্বর্গ অনিত্য; বেহেস্ত চিন্ময়, অপ্রাকৃত, স্বর্গ জড়, প্রাকৃত। কর্ম্মফলের ভোগ হইয়া গেলে স্বর্গ হইতে জীবকে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, কিন্তু বেহেস্ত হইতে আর কাহাকেও ফিরিতে হয় না। স্বর্গলাভ মুক্তি নহে; কিন্তু বেহেস্ত লাভ এক রকমের মুক্তি। সম্ভবতঃ বেহেস্তও পরব্যোমস্থ অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠেরই একটী বৈকুণ্ঠ। লা-মোকাম হইল একটী নির্ব্বিশেষ ধাম; এইধামে পরিদৃশ্যরূপে কোনও কিছু নাই। ইহা হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মসাযুজ্যকামীদের লভ্য সিদ্ধলোকের অনুরূপ। আরসও একটী ধাম। এই ধামে ভগবানের দরবার হয়। এই দরবারে প্রধানতঃ

সেই ত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর, মুঞি অযোগ্য পামর ॥ ১৯১
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন-বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ১৯২
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' নাম।
"আমি বড় জ্ঞানী" এই গেল অভিমান ॥ ১৯৩
কৃপা করি বোল মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ১৯৪
প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥ ১৯৫
"কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ" কৈল উপদেশ।
সভে "কৃষ্ণ" কহে, সভার হৈল প্রেমাবেশ ॥১৯৬
"রামদাস" বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান, তার নাম "বিজুলিখান" ॥১৯৭
অল্প বয়স তার,—রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥ ১৯৮
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥ ১৯৯
তা-সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥ ২০০
"পাঠান বৈষ্ণব" বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ ২০১
সেই বিজুলিখান হৈল পরম ভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব ॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চারিটী জিনিস আছে—আরস্, কুর্সি, লক্ ও কলম। আরস্ ও কুর্সি ভগবানের আসন; আরস থাকে নীচে, তাহার উপরে কুর্সি বসান হয়; এই কুর্সিতে দরবারের সময় ভগবান্ উপবেশন করেন; কুর্সি বোধ হয় সিংহাসন-জাতীয় কোনও জিনিস। লক্ হইল স্কুলের বোর্ডের মত বা বড় শ্লেটের মত একটা জিনিস—যাহাতে লিখিতে পারা যায়; আর কলম হইল লেখনী। ভগবান্ কলমের দ্বারা এই লক্এ কোরাণের বাণী লিখিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দরবারে ভগবৎ-পার্ষদগণও আছেন—নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পার্ষদ। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে ফেরিস্তা বলে। এই আরস্ ব্যতীত ভগবানের নাকি আরও একটী ধাম আছে, সেই ধামে বহু শত বা বহু সহস্র পর্দ্দার অন্তরালে ভগবান্ অবস্থান করেন। কিন্তু সেখানে তিনি কি স্বরূপে আছেন, কি করেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাকি কোরাণে নাই। নিত্যসিদ্ধ ফেরিস্তা, কি সাধনসিদ্ধ জনগণেরও সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার নাই। হজরত মহম্মদ নাকি কয়েকটী পর্দ্দা অতিক্রম করিয়া একবার কত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; তখনই ঈশ্বর সেস্থানে আসিয়া হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন, হজরতের সঙ্গে তখন নাকি ঈশ্বরের কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর কি স্বরূপে হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ কোরাণে নাই। হজরত-মুসাও ভগবদ্দর্শন পাইয়াছিলেন—এই দর্শন নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নহে; জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নাকি তিনি প্রথমেই একবার পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় ভগবান্কে দর্শনের জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন; তদনুসারে ঈশ্বর কৃপা করিয়া এক পর্ব্বতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; দর্শন পাইয়া মুসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কি স্বরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন, বলা যায় না। যাহা হউক, আরস্-ধামে দরবার গৃহে বসিবার কুর্সি, বহু সহস্র পর্দ্দার অন্তরালে তাঁহার অবস্থান, হজরত-মহম্মদের ভগবদ্দর্শন ও ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন, হজরত মুসার জ্যোতিঃস্বরূপের অতীত অপর একটী স্বরূপের দর্শনাদির উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, কোরাণে নিরাকার স্বরূপ ব্যতীত আরও একটী স্বরূপের ইঙ্গিতও বর্ত্তমান রহিয়াছে; এই স্বরূপটী সাকারও হইতে পারেন এবং সম্ভবতঃ এই স্বরূপের কথা ভাবিয়াই পাঠান পীর প্রভুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন নাই।

১৯১। প্রভুর কৃপায় পাঠান পীর প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া অনুভব করিতে পারিলেন।

১৯৬। সভে—সমস্ত পাঠানগণ; দশজন পাঠানই।

ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২০৩
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর-পথে কৈল প্রয়াগে প্রয়াণ ॥ ২০৪
সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা— ॥ ২০৫
প্রয়াগপর্য্যন্ত দোঁহে তোমাসঙ্গে যাব।
তোমার চরণসঙ্গ পুন কাঁহা পাব ॥ ২০৬
ম্লেচ্ছদেশে কেহো কাহাঁ করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥ ২০৭
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা ॥ ২০৮
যেই যেই জন প্রভুর পায় দরশন।
সে-ই প্রেমে মত্ত,—করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২০৯
তার সঙ্গে অন্যান্য, তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥ ২১০
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥ ২১১
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা ॥ ২১২
বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত ॥ ২১৩
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥ ২১৪
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২১৫
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান ॥ ২১৬
যেই তর্ক করে ইহা—সে-ই মূর্খরাজ ॥
আপনার মুণ্ডে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২১৭
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ॥ ২১৮
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদঃ।

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

২০৫। **সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে**—সেই মাথুর-বিপ্রকে এবং রাজপুত-কৃষ্ণদাসকে। সোরোক্ষেত্রেই প্রভু তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেছিলেন।

২০৭। **না জানেন বাত**—পশ্চিমদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে জানেন না।

২১২। **ত্রিবেণী**—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন স্থান। **মকর-স্নান**—মাঘমাসে ত্রিবেণী-স্নান।

২১৫। **ভাগ্যহীন**—যাহারা ভাগ্যহীন, শ্রীচৈতন্যের এসব অদ্ভুত-লীলাকথা শুনিলেও তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস হয় না।

২১৭। **মূর্খরাজ**—মূর্খের রাজা; অতিমূর্খ।